CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 August 2021 ■ আগরতলা ১ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ১৫ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফলাফলে অসন্তুষ্ট হয়ে তেলিয়ামুড়ায় সড়ক অবরোধ ফেল করা ছাত্রদের, তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ জুলাই।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হতেই অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা তেলিয়ামুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত অম্পি চৌমুহনীতে জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে কাঠখড় পুড়াতে হয়েছে।

জানা যায়, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া শহর এলাকার কয়েকটি বনেদি বিদ্যালয়ের অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিশৃংখলার পরিবেশ তৈরি করে। এতে ইন্ধন যোগায় অপ্রত্যক্ষভাবে এন. এস. ইউ .আই সংগঠন এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ সহ অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা। শনিবার দুপুর দুইটা থেকে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধের নাটক মঞ্চস্থ হয় তেলিয়ামুড়া শহর জুড়ে। এতে রাস্তার উভয় দিকে যানজটের সৃষ্টি হয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় পর্ষদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তেলিয়ামুড়ায় পথ অবরোধ ছাত্রদের। ছবি নিজস্ব।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ পুলিশ এবং টি.এস.আর বাহিনী। সেই সাথে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ডেপুটি সি.ই.ও জমাতিয়া, তেলিয়ামুড়া থানার ও.সি নাড়ুগোপাল দেব সহ বিশাল শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্বরা। শহরের স্বাভাবিক পরিবেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল্পনার অবসান রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা বাবুল সুপ্রিয়র

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : জল্পনার অবসান। বিজেপি ছাড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। মন্ত্রিসভা থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পরেই কার্যত নিষ্ক্রিয়, নীরবও বটে। শেষমেশ বড় সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। শনিবার ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট দিয়ে জানালেন তিনি রাজনীতি ছাড়ছেন। বিজেপি তো ছাড়ছেনই সেই সঙ্গে তিনি যে অন্য কোনও দলে যোগ দিতে চান না তাও লিখিছেন বাবুল। কার্যত রাজনীতি থেকেই সন্ন্যাস নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন বাবুল।

জানিয়ে দিয়েছেন, সিপিএম, তৃণমূল, কংগ্রেস কোনও দলে তিনি যাচ্ছেন না। কেউ তাঁকে ডাকেওনি। বাবুল ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন তিনি সবসময় একটি দলে আস্থাশীল। যেমন তিনি মোহনবাগান সমর্থক তেমন তিনি বিজেপির। অন্য কোনও দলে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। বাবা, স্ত্রী, কন্যা, দু"একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কথা বলেই বাবুল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ফেসবুকে। গায়ক সাংসদ এও বলেছেন, রাজনীতি ছাড়ার কথা জানাতে তিনি অমিত শাহ এবং জেপি নাড্ডার কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ধলাই জেলার কমলপুরের মরাছড়া পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডে এক গৃহবধূকে তার স্বামী পারিবারিক কলহের জেরে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে। মৃত গৃহবধূর নাম রাইমতি গৌড়। অভিযুক্ত স্বামী স্বপন নাম রায় মতিবুর। অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আবারও গৃহবধুর হত্যার ঘটনায় কমলপুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। গৃহবধূর নাম রাইমতি গৌড় (২৮)। স্বামীর নাম স্বপন মুন্ডা (৩৫)। ঘটনাটি ঘটেছে কমলপুর থানার অন্তর্গত মরাছড়া পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের কার্তিকগ্রাম গ্রামে। এই গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় গৃহবধূর স্বামী স্বপন মুন্ডাকে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। অভিযুক্ত স্বামী স্বপন মুন্ডা পেশায় রাজ মিস্ত্রি। গত তিন বছর আগে স্বপন মুন্ডা পাশের বাড়ির রাইমতি গৌড়কে ভালবাসার মাধ্যমে পালিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। বিয়ের কয়েক মাস ভালই চলছিল দাম্পত্য জীবন। তাদের সংসারে কোন সন্তান এখনো জন্ম হয় নি।

সংসারে চলছিল অভাব অনটন। এই অভাব অনটনের বিষয় নিয়ে ঝগড়া লেগে থাকতো। শুক্রবার রাত এগারোটা নাগাদ মদমত্ত অবস্থায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রচন্ড ঝগড়া হয়। একটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাতসকালে গোকুলনগরে নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জুলাই।। সাত সকালে এক নাবালকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘটনা বিশালগড় থানাধীন গোকুলনগর হরিশ নগর ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল রোজ শুক্রবার অন্যান্য দিনের মতো রাত্রি নয়টার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ি থেকে বেড়ে যায় অন্যের বাড়িতে টিভি দেখবে বলে। কিন্তু রাত গুনিয়ে যায় ঘরে আর ফিরে আসেনি।

রবিবার সকালে বাড়ির লোকজন ঘুম থেকে উঠে দেখতে পায় ঘরের সামনে পার্শবর্তী একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় থানায় খবর পাঠায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশালগড় থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে মৃতদেহ গাছ থেকে নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে মৃত নাবালকের নাম পিন্টু সবর। বয়স এগারো। পিতা ভোলা সবর।

ঋষ্যমুখে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বারটি দোকান পুড়ে ছাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩১ জুলাই।। গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১২টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ঋষ্যমুখ ব্লকের অধীন শিবপুর বাজারে সংঘটিত ঘটনায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। শর্ট সার্কিট না নাশকতার আগুনে পুড়েছে ওই দোকানগুলি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কেবল সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ীদের হাহাকার শোনা যাচ্ছে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছে শিবপুর বাজারের বারোটি দোকান। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক চৌদ্দ লক্ষ টাকার অধিক বলে অনুমান। ধারণা করা হচ্ছে, শুক্রবার মধ্য রাত তিনটা নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের এডিসি ভিলেজ শিবপুর। এই শিবপুর বাজারের স্টল ঘরের মধ্যে রেশন শপ, মুদি দোকান, দর্জি দোকান, রেস্টুরেন্ট, কাপড়ের দোকান সহ মোট ১২টি দোকান ছিল। সবগুলি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কেউ টের না পাওয়ার ফলে সময় মতো দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া যায়নি। অগ্নিকাণ্ডের আঁচ যখন পাওয়া যায়, ততক্ষণে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীর কর্মীদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে আসেন এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঋষ্যমুখ ব্লকের এডিসি ভিলেজের শিবপুর বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খবর পেয়ে ২৭ পূর্ব মুহুরিপুর, ভুরাতলি কেন্দ্রের এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ জেলার খাদ্য দফতরের আধিকারিক সুমিত মুড়াসিং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঐতিহ্য মেনে অনুষ্ঠিত হল কের পুজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। রাজ্যের উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী পূজা- পার্বণের অন্যতম পূজা হলো কের পূজা। আগরতলায় রাজবাড়ী সহ রাজ্যের সর্বত্র উপজাতীয় অংশের মানুষ ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে কের পূজায় সামিল হন। উপজাতিদের কের পূজাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের উপজাতি মহল্লা গুলিতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ত্রিপুরায় রাজ আমল থেকেই কের পূজা হচ্ছে।

ঐতিহ্য মেনে কম্পাউন্ডে রাজবাড়ীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় শনিবার সকালে কের পূজা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। রাজ্যের অন্যান্য স্থানে থেকেও কের পূজার খবর মিলেছে। কের পূজা বিশেষ কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে কুড়ি দিন বাদে মৃত্যুহীন ২৪ ঘন্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। কুড়ি দিন বাদে মৃত্যুহীন করোনার মিডিয়া বুলেটিন জারি হয়েছে। চলতি মাসে শেষ ১০ জুলাই একজনেরও মৃত্যু হয়নি করোনায়। পাশাপাশি সংক্রমণও অনেকটা কমছে রোজই। কিন্তু, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসছে না। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৩০২ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি ২২৪ জন সুস্থ হয়েছেন। সংক্রমণের হার ৩.০ শতাংশ। দ্বিতীয় ঢেউ-এ গত ৪ মে করোনায় একজনেরও মৃত্যু হয়নি।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১৪৮৯ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৮৫৬৪ জনকে নিয়ে মোট ১০০৫৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ৩৯ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ২৬৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৩০২ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার হয়েছে ৩.০ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতাও স্বস্তি দিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ২২৪ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩২৬০ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৭৮৩৬১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৪২৮৩ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন দেবাংশুর নেতৃত্বে তৃণমূলের তিন সদস্যক প্রতিনিধি দল, কাল আসছেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। রাজ্যে ব্যাপক রাজনৈতিক উন্নয়নের জল্পনা-কল্পনার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আজ আগরতলা রেল স্টেশনে এসেছেন বিরাজমান পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতে। টিএমসির মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে যুব শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং ছাত্রনেতা সুদীপ রাহা ও জয়া দত্তকে আগরতলা রেল স্টেশনে টিএমসি নেতারা স্বাগত জানান।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, বাংলা ও ত্রিপুরা দুই বোনের মতো। যদি উভয় রাজ্য একসঙ্গে চলতে না পারে, তাহলে পূর্ব ভারতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেছেন যে ২০১৮ সালে ত্রিপুরার মানুষ 'চলো পল্টাই' স্লোগান তুলেছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের কারণে জনগণ এখন ভুগছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের প্রচেষ্টার পরেও ত্রিপুরা দেখেছে, বাংলার নির্বাচনে বিজেপি হেরেছে। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তার জন্য ভোট দিয়েছেন। যুব নেতা আরও বলেছিলেন যে জনগণ চায় বিজেপি দল থেকে মুক্তি পেতে মমতা তাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করুক।

তৃণমূল নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরায় পরবর্তী পদক্ষেপের ঘোষণা দেবেন এবং ২০২৩ রাজ্য বিধানসভার প্রস্তুতি নেওয়া হবে। আমরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে ও তদারকিতে নতুন নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। গ্রামীণ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের সমস্ত ফ্ল্যাগশীপ কর্মসূচি রূপায়ণের সময়মত তদারকি ও গুণমান সুনিশ্চিত করতে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সমস্ত কাজের তদারকি করবেন সংশ্লিষ্ট রাজ্য, জেলা কিংবা ব্লকস্তরীয় আধিকারিকগণ।

ত্রিপুরার গ্রামোন্নয়ন দফতর জানিয়েছে, প্রতি মাসের প্রথম দিন অথবা সেদিন ছুটি থাকলে পরবর্তী কাজের দিন এই তদারকি করা হবে। ২ আগস্ট থেকেই এই নিয়ম কার্যকর হবে। গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের আটজন রাজ্যস্তরীয় আধিকারিককে আটটি জেলায় এই কাজ চালাতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনীয়ার, এগজেকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, বিডিও, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারগণ এমজিএন আর ই জি এস, পি এম এ ওয়াই (জি) টি আর এল এম, এস পি এম আর এম ইত্যাদি প্রকল্পের কাজ তদারকি করবেন। মূলত, স্বচ্ছ ও পারদর্শিতা আনার লক্ষ্যেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় রাজবাড়ীতে ঐতিহ্যবাহী কের পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা, পাশের হার বেড়ে হল ৮০.৬২ শতাংশ, ছাত্রীরা এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। করোনাকালে ত্রিপুরায় মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। কিন্তু, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত চিন্তায় আজ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা দিয়েছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলও ঘোষণার সিদ্ধান্ত থাকলেও, আজকের বদলে আগামীকাল তা ঘোষিত হবে। আজকের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, সার্বিক পাশের হার বেড়েছে এবং ছাত্রীরা এবছরও ছাত্রদের পেছনে ফেলে দিয়েছে। পরীক্ষা বাতিল তাই, এবছর পর্ষদ কোন মেধা তালিকা প্রকাশ করেনি।

তবে, আজকের ফলাফলে অসন্তুষ্ট ছাত্রছাত্রীরা লিখিত পরীক্ষার জন্য আবেদন জানাতে পারবে। ওই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এই ফলাফলের ঘোষণা দিলেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা। সাথে তিনি যোগ করেন, এখনই মার্কসিট দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেককে মার্কসিট দেওয়া হবে। পর্ষদ সভাপতির কথায়, করোনার প্রকোপে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন ভীষণভাবে ব্যহত হয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ ছিল, মার্চ মাসে নির্ধারিত পরীক্ষা মে মাসে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু, মে মাসেও পরীক্ষা নেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরী হয়নি। ফলে প্রথমে স্থগিত এবং পরে পরীক্ষা বাতিল করতে হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, পরীক্ষা বাতিল সংক্রান্ত বিষয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটির সুপারিশ এবং পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মতামত অনলাইনে সংগ্রহ করে যাচাইয়ের ভিত্তিতে গত ১৬ মে সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। তাঁর দাবি, পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পর পর্ষদ ২১ জুন দশ সদশ্যক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিল। ওই কমিটি ছাত্রছাত্রীদের নম্বর বন্টনে পদ্ধতি নির্ণয় করেছে।

এদিন তিনি বলেন, এবছর মাধ্যমিকে ৩৯৯৮৭ জন এবং মাদ্রাসা আলিম ৯৪ জন পরীক্ষার্থী নাম নথিভুক্ত করেছিল। তাছাড়া, কন্টিনিউ ৫০৬০ জন, কম্পার্টমেন্টাল ১৩৪১ জন এক্সটার্নাল কম্পার্টমেন্টাল ৫ জন এবং এক্সটার্নাল ২০৭ সব মিলিয়ে মাধ্যমিকে ৪৬৬০৩ জন নাম নথিভুক্ত করেছিল। এদিকে, এবছর মাধ্যমিকে পাশের ৮০.৬২ শতাংশ। অন্যান্য মিলিয়ে সাকুল্যে ৭৬.৮৮ শতাংশ পাশের হার হয়েছে। গত বছর পাশের হার ছিল ৬৯.৪৯ শতাংশ। অন্যান্য মিলিয়ে পাশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২৮২ ◻ ১ আগস্ট ২০২১ ইং ◻ ১৫ শ্রাবণ ◻ রবিবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

নেতিবাচক ভাবমূর্তি

গোড়াতে গলদ রাখিয়া বাস্তব সমস্যার সমাধান করা কোনদিনও সম্ভব নয়। বলতো মুক্ত দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গরিবার প্রয়াস বাস্তবায়িত করিতে হইবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে সঠিক মন্তব্যই করিয়াছেন। শুধু মন্তব্য করিয়া হাত পা গুটাইয়া বসে থাকিলে চলিবে না। ইহার সঠিক বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

পুলিশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি বদলাইববার আহ্বান জানাইয়াছেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি। শনিবার প্রোবেশানে থাকা আইপিএস অফিসারদের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানাইয়াছেন তিনি।শনিবার প্রোবেশনে থাকা আইপিএস অফিসারদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রোবেশনে থাকা আইপিএস অফিসারদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি মিলিত হইয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবছরের ব্যাচের উপর বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে বলিয়াও এদিন উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলিয়াছেন, ”এবছরের আইপিএস প্রবেশনারিরা ২৫ বছরের বিশেষ মিশনে রহিয়াছেন। দেশে পুলিশ সার্ভিসকে ২০৪৭ সালের মধ্যে বদলাইতে পরিকাঠামোগত বদল আনিবার দায়িত্ব আইপিএস অফিসারদের উপর অর্পণ করিয়াছেন তিনি। ২০৪৭ সালে আমাদের দেশের ১০০ বছর হইতে হইতে যাহাতে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধতা বাড়ে পুলিশের সেই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।”

পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রী নতুন অফিসারদের মনে করাইয়া দেন যে পুলিশকে নিয়া এখনও দেশের মানুষের মনে নেতিবাচক মনোভাব রহিয়াছে।তিনি পরামর্শ দেন, এই নেতিবাচক ভাবমূর্তি বদল করিতে হইবে পুলিশ আধিকারিকদের। মোদী বলেন, ”পুলিশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি কিছুটা উন্নতি হইয়াছে কোভিড সময়ে। তবে ফের একবার বিষয়টা সেখানেই গিয়া ঠেকিয়ছে যেখানে আগে ছিল।”

মানুষের বিশ্বাস অর্জন করিতে আইপিএসদের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর উদাহরণ দেন মোদী। এরপর বলেন, ”গত ৭৫ বছর ধরিয়া ভারত পুলিশ ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে চাহিয়াছে। এখন আমদের ভবিষ্যের পরিকাঠামো তৈরির দিকে নজর দিতে হইবে।”

পাশাপাশি পুলিশ আধিকারিকদের ” প্রথমে দেশের কথা চিন্তা করিতে হইবে। মোদী আধিকারিকদের বলিয়াছেন, ”সিস্টেম আপনাদের বদলাইবে না আপনি সিস্টেমকে বদলাইবেন তা নির্ধারণ করিবে আপনার মানসিক শক্তি।” এরপর আইপিএস প্রোবেশনারি অফিসারের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলিয়া তাহাদের শখ এবং আকাঙ্খার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন প্রধানমন্ত্রী।

আইপিএস প্রবেশনারি অফিসারদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট সময় উপযোগী। কেননা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের ওপর মানুষের আস্থা কমিতে শুরু করিয়াছে। মানুষ পুলিশের ওপর আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। পুলিশের ওপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে সেই দায়িত্ব পুলিশ সঠিকভাবে পালন করিতেছে না। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়েই বিষয়টি আবারো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেশের একজন দায়িত্বশীল প্রধানমন্ত্রী হইয়া তিনি যে বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া দেশবাসী মনে করিতেছেন। কেননা পুলিশ যদি সঠিক দায়িত্ব পালন না করে তাহা হইলে সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চিত হইবেন। কেননা যে কোনো মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে পুলিশ মামলার সঠিক তদন্ত করিতেছে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ আইনি ধারা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নয়। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে এইসব ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। ইহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে দেশের সাধারণ মানুষজনকে। মামলার সঠিক তদন্ত রিপোর্ট হাতে না পাইলে বিচারক সঠিক বিচার করবেন কিভাবে।

স্বাধীনতার পচাত্তর বছর পরও দেশের পুলিশি ব্যবস্থা নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী মুখ হইতে যে বক্তব্য বাহির হইয়াছে তাহা পুলিশি ব্যবস্থাকে তাহাদের দুর্বলতার দিকগুলি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইয়া দেওয়ার মতোই বিষয়। দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে গোড়াতে যে গলদ ধরা পড়িয়াছে সেই গলদ দূর করিতে হইবে। গোড়াতে রাখিয়া বিচার ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না। এজন্য দেশের পুলিশি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। বর্তমান দেশের প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী আইপিএস প্রফেশনার অফিসারদের ওপর এই বিষয়ে যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহাকে আরো এক ধাপ অগ্রসর করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টাতেই এই প্রয়াস সফল হইবে বলিয়া দেশবাসী মনে করেন।

ভারতে ঢোকার চেষ্টা, পঞ্জাব সীমান্তে নিকেশ দুই পাক অনুপ্রবেশকারী

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল দুই পাক অনুপ্রবেশকারী, কিন্তু সজাগ ছিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ভারতীয় ভূখণ্ডে পা দেওয়া মাত্রই দুই পাক অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করে নিকেশ করেছে বিএসএফ। শুক্রবার রাতে পঞ্জাবের তরণ তারন জেলার ভিখিউইন্ড মহকুমার অন্তর্গত খালরার কাছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল ওই দুই পাক অনুপ্রবেশকারী।

বিএসএফ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে থেহ কালান বর্ডার আউটপোস্টের কাছে মোতায়েন বিএসএফ জওয়ানরা সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন, ওই দুই অনুপ্রবেশকারী ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল। তখন বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। মৃত্যু হয় দুই পাক অনুপ্রবেশকারীর।

হাড়োয়ায় দুই তৃণমূলকর্মী খুনে নবদ্বীপ থেকে ধৃত দলেরই অঞ্চল সভাপতি-সহ দুই

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.) : হাড়োয়ায় ২১ জুলাই দুই তৃণমূলকর্মী খুনের ঘটনায় এবার পুলিশের জালে দলেরই অঞ্চল সভাপতি-সহ দু’জন। শুক্রবার রাতে নদিয়ার নবদ্বীপ থেকে হাড়োয়ার মোহনপুর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি যজ্ঞেশ্বর প্রামাণিক এবং তাঁর সহযোগী বিকাশ বরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ২৩ জন গ্রেফতার হয়েছে। গত ২১ জুলাই হাড়োয়ার মোহনপুরের ট্যাংরামারি এলাকায় ‘শহিদ দিবস’-এর কর্মসূচি থেকে বাড়ি ফেরার পথে খুন হন দুই তৃণমূল কর্মী। তাঁরা হলেন, লক্ষ্মীবালা মণ্ডল (৬২) এবং সন্ন্যাসী সর্দার (৩৮)। ওই ঘটনাকে ঘিরে অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের। আরও অভিযোগ ওঠে, ওই কাণ্ডে ভাস্কর দাস নামে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে গুলি চালানো হয়। সেই ভাস্কর এখন পুলিশের জালে। ওই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত যজ্ঞেশ্বর ঘটনার পর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। শুক্রবার রাতে তাঁকে নবদ্বীপ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধরা পড়েছেন তাঁর সঙ্গী বিকাশও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জোড়া খুনের পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন যজ্ঞেশ্বর। তিনি মোবাইল ফোনও ব্যবহার করছিলেন না। তবে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে। হাড়োয়ার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত যে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই শাসকদলের বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত। অনেকেরই ধারণা, ভেড়ি এবং এলাকার ক্ষমতা দখল নিয়ে দীর্ঘ দিনের গোষ্ঠীকোন্দলের জের ওই হত্যাকাণ্ড। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

মানবাধিকারের জয়গান শুনি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে…..

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

‘‘কবিতা’’ পত্রিকার ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি শুরু করেছিলেন এইভাবে—

‘‘আমার যে ইতিহাসের দ্বারাই চালিত,একথা বারবার শুনেছি এবং বারবার ভিতরে ভিতরে জোরের সাথে মাথা নেড়েছি। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ-উপনিবেশ ভারতেই জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে নেমেছিলেন প্রকাশ্য রাস্তায়। সেই সময় যে সব কবিতা ও গান তিনি লিখেছিলেন কবি সেগুলিতে সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় না বলে অনেকে অভিযোগ করেন যদিও। তবু সেই সব গানে সাহস, শৌর্য, সত্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম এবং এক্যবদ্ধ হবার সংকল্পের কথা যে আছে সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই কারো। সশ বিপ্লবী আন্দোলনও তখন উত্তাল। মানিকতলার বোমার মামলা এবং ক্ষুদিরামের ফাঁসি ১৯০৮ খরস্টাব্দে ভারতব্যাপী আলোড়ন তুলেছিল।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৪ আগস্ট তিনি তার সুপরিচিত নমস্কার কবিতাটি লিখেছিলেন যার প্রথম পঙ্কি হল-অরবিন্দ, রবীন্দ্ররের লহ নমস্কার যে অল্প কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তার সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করেছেন এই কবিতাটি তার অন্যতম। ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ তিনটিপত্রিকা ব্রিটিশ বিরোধী রচনা প্রকাশ করে চলেছিল নিয়মিত। যদিও তখন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণমূলক সিডিশন আইন বলবৎ ছিল তবু এতকাল খুব বেশি দমনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। কিন্তু এই সময়, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের উত্থানের প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ প্রশাসন ভিন্নতর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যুগান্তর পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ জুন, ১৯০৮ তারিখে। এই দুটি প্রবন্ধের জন্য কলকাতার প্রেসিডেলি ম্যাজিস্ট্রেট ডি. এইচ. কিংসফোর্ড সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে ২৪ জুলাই তারিখে এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সে সময় ইংরেজি বিন্দেমাতরম’ পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। স্বনামে না হলেও অঘোষিত সম্পাদক ছিলেন তিনিই। ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড ঘোষিত হওয়ার পরের দিনই তিনি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এই রায়ের সমালোচনায় প্রবন্ধটির নাম ছিল ওয়ান মোর ফর দি অলটার । তাছাড়াও ২৮ জুলাই তারিখে তিনি যুগান্তর-এর বাংলা প্রবন্ধ দুটির ইংরেজি অনুবাদ মুদ্রিত করেন বন্দেমাতরম পত্রিকায়। এই ঘটনার আগে থেকেই বন্দেমাতরম পত্রিকাটি ব্রিটিশ সরকারের কাছে রাজদ্রোহাত্বক বলে গণ্য হতে শুরু করেছিল। এই পত্রিকায় ২৭ জুন ১৯০৮ তারিখে ইন্ডিয়া ফর ইন্ডিয়ানস নামে একটি দৃষ্টিতে আপত্তিকর। সব মিলিয়ে অরবিন্দের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট। আড়াই হাজার টাকা জামিন দিয়ে তিনি মুক্ত হন। এই পরিস্থিতি পূর্বে অনুমান করেই অরবিন্দ ২ আগস্ট তারিখে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেন। এইসব ঘটনাই জ্ঞাত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দেশের মানুষের ক্ষোভ ও উত্তেজনা তিনি অনুভব করেন। তিনি নিজেও ছিলেন এই ক্ষোভের অংশীদার। নমস্কার কবিতাটি ২৪ আগস্ট ১৯০৮ তারিখে লিখে তিনি অরবিন্দকেপাঠিয়ে দেন। কবিতাটি মুদ্রিত হয় ভাদ্র সংখ্যা ১৩১৪ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শন? পত্রিকায়। আমরা দেখতেই পাচ্ছি সমকালের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বাংলার জাতীয়তাবাদী মনীষীদের ভাবাবেগ এবং কার্যপদ্ধতি, সেইসঙ্গে বাক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসকের দমননীতি এবং দেশবাসীর সাকু তাবাবোঠ এই সব কর সেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কবিতা তার কাছে ছিল নিত্যকালের অনুভবের ব্যগ্না। সেখানে ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জ তথা ব্রিটিশ সরকারের রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ স্থান করে নিতে পারেনি। কেউ বলতে চান-ব্রিটিশ শাসককে বিরূপ করবেন না বলেই এমন করেছিলেন তিনি। এই অভিমত যথার্থ বলে মনে করি না। রবীন্দ্রনাথ তার একাধিক ছোটো গল্পে মেঘ ও রৌদ্র, ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারকে আঘাত এবং বিদ্রুপ করেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর যিনি এককভাবে ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত ’স্যার উপাধি বর্জন করতে পারেন তার সম্পর্কে পূর্বোক্ত অভিযোগ একেবারেই অচল। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের নাম নেই তার কোনও কবিতায়। আরও অনেক পরে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে হিজলি জেলে বন্দীদের উপর কারারক্ষীদের গুলি চালনার ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ বক্তা দিয়েছিলেন এবং কবিতাও লিখেছিলেন--- যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুনি কি বেসেছো ভালো (প্রশ্ন) অনেকে বলেন হিজলি জেলে এই ঘটনার পর গান্ধীজি দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন যে, অপরাধীদের যেন ক্ষমা করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ‘প্রশ্ন’ কবিতার প্রথম স্তবক—

‘ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দায়াহীন সংসারে তারা বলে গেল ‘ক্ষমা করো সবে’, বলে গেল ‘ভালোবাসো--- অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো)’ বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে আজই দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে’ মানুষের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন ব্যক্তিগত জীবননেও। জমিদারের ঘরে জন্ম নিজেও রীতিমত জমিদার কিন্তু জমিজারি নেই একদম চলনে বলনে পোশাকে ভাবে, ভঙ্গিতে বিষে করলেন নিজের অধীনস্থ দরিদ্র কর্মচারীর এক অনুজ্জ্বল কন্যাকে যেখানে জমিদারের দরিদ্র কৃষকদের তাদের বউদের মেয়েদের ধরে এনে খাজনা না দেওয়ার অজুহাতে এনে ভেঁধে রাখতেন সেখানে উল্টো কৃষকদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা। নিজের নোবেল প্রাইজের টাকার দরিদ্র কৃষকদের জন্য ব্যাংক স্থাপন। নিজে জমিদার হয়েও জমিদারের ব্যঙ্গ করে কবিতা রচনা। এ কেমন জমিদার। হ্যাঁ জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গমন করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। তবে আইনের ছাত্র হিসেবে আইন কানুন ও মানবাধিকার বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। মানু,ণে জন্য মমত্ববোধ যেমন তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি কাজেও তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক মানব প্রেমী।তখন জমিদার মানে অত্যাচারী বা নিষ্ঠুর কোনও দানবীয় মানবমূর্তি। রবীন্দ্রনাথ তেমনটি ছিলেন না। তিনি জমিদারি করতে এসে কুষ্টিমা, পতিসর ও শাহজাদপুরে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। সমবায় ও ক্ষুদ্রঋণ প্রথার তখনই প্রচলন ঘটে। দরিদ্র কৃষকদের নিয়ে তিনি নিয়মিত বৈঠক করতেন এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনতেন। দরিদ্রবান্ধব জমিদারি প্রথার এই যে প্রচলন তিনি ঘটালেন তা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করল। নারীর অধিকারের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার ছিলেন। তিনি লেখনির মাধ্যমে যেমন নারী সন্মান প্রতি অনেক মমতাময়ী। তার সময়ের অচলায়তন সমাজব্যবস্থায় নারী যখন অবরোধবাসিনী তখন তিনি তার সরলাচ কবিতায় লিখলেন---

নারীকে আপন ভাগা জয় করিবার কেন নাহি দিব অধিকার হে বিধাতা? তার সৃষ্ট, নারী চরিত্র রক্ত করবীর নান্দনীগোরার সুচরিতা ঘরে-বাইরে বিমলা ও চার অধ্যায়’র এলো আজো হার না মানা নারীর প্রতীক হিসেবে সমুজল হয়ে আছে। গ্রামের বেশীমাধবের মেয়ে মৃণালিনী (পূর্বনাম ভবতারিণী) দেবীকে। বেণীমাধব ছিলেন ঠাকুর স্টেটের গোমস্তা। জমিদার পুত্র হওয়া সত্বেও দরিদ্র এক পরিবারে বিয়ে করে রবীন্দ্রনাথ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন। প্রথাগত শিক্ষা ছিল না মৃণালিনী দেবীর, এমন বুকে তিনি শিক্ষিত করতে পরিবারেই সব ধরনের ব্যবস্থা করলেন এবং সহজ-সরল গ্রাম্য লক্ষ্য রাখতেন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সেনাদের নির্বিচার গণহত্যার প্রতিবাদ করে ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট উপাধি বর্জন করেন। তার গোরা ও চার অধ্যায় উপন্যাসে উঠে এসেছে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের চিত্র। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবী নাটক পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে অংশ নিতে। আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ যে সদা সচেষ্ট ছিলেন তার উজল উদাহরণ তীর‘দুই বিঘা জমি কবিতা। এই কবিতায় তিনি তৎকালীন শাসক জমিদারদের অপশাসন ও অত্যাচারের নির্মম চিত্র আকাসহ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে গরিবদের শোষণ করে শাসকরা ক্ষমতা ও সম্পদ আকড়ে ধরে রাখে এবং আমলারা সরকারের গোলামি সিরাজ এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছেযার ভুরি রাজার হত করে সম কাঙালের ধন চুরি।’ তার শতগণ। রবীন্দ্রনাথ দরিদ্র প্রজাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি চালু করেন যার মধ্যে ছিল শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সড়ক নির্মাণ ও মেরামত, খাণের দায় থেকে কৃষকদের মুক্তিদান প্রভৃতি। তিনি স্বদেশ আন্দোলনকে সমর্থন করলেও উগ্র জাতীয়তাবাদ কিংবা সন্ত্রাবাদকে কখনও সমর্থন করেননি। ১৯২১ সালে জাতীয়তাবাদী নতুন মোড় নিয়েছে। মহাত্মা গান্ধি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনায় হাত দিলে রবীন্দ্রনাথ তাতে সমর্থন দ্রিয়ে ব্রিটিশদের সকল অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হন। প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে পীড়া দেয়। পরে তিনি মানবসভ্যতার পরিত্রাণের কথা ভাবতে লাগলেন এবং দেশে দেশে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। ১৯২৪ সালে তিনি পেরুর স্বাধীনতারযোগ দিতে রওনা হন, তবে অসুস্থতার কারণেতাকেয় যাত্রা বিরতি করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণিবৈষম্যকে সমর্থন করতেন

না। মানুষে মানুষে সমতার ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সব ধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ ছিল। তিনি লিখেছেনত্তত এসো হে আধ এসো অনাধ হিন্দু মুসলমান, এসো এসো আজ, তুমি ইংরাজ, এসো এসো খুান। এসো প্রান্নাণ, শুচি কর মন, ধরো হাত সবাকার, এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানতার ইংরেজদের অত্যাচার, নির্ধাতন ও জেল- জুলুমের প্রতিবাদে কাজী নজরুল ইসলাম যখন অনশন করছিলেন রবীন্দ্রনাথ তখন নজরুলকে সমর্থন দিয়েছিলেন। তিনি লিখলেন। তিনি নজরুলকে তার বসন্ত গীতিনাট্যটি উৎসর্গ করলেন। সমকালীন অনেক রবীন্দ্রভক্ত বিষয়টি ভালোভাবে দেখেননি। নজরুলের বিপ্লবী ও প্রতিবাদ নির্ভর ধুমকেতু পত্রিকা প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ তাকে উৎসর্গ দিয়ে আশীর্বাদ বাণী পাঠান, কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েযু, আয়, চলে আয় ধূমকেতু। আঁধারে বীধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশীরে উড়িয়ে দে (তোর বিজয় কেতন। মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজী নজরুল ইসলামের ছিল আজীবন সংগ্রাম, আর সেই নজরুলকে সব সময় উৎসাহ যোগানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবাধিকারের জয়গানই গেয়েছেন।(সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

অলম্পিকের কোভিড সংস্করণ

বোরিয়া মজুমদার

টোকিও ২০২০-র অলিম্পিকের অভিজ্ঞতা আমাদের অতীতে দেখা সব অলিম্পিকের থেকে আলাদা হতে চলেছে। আমি নিজে চারটি অলিম্পিক গেমস কভার করেছি, এমন অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি। এটি বোধ হয় অলিম্পিকের ‘কোভিড সংস্কারণ’। গল্পটা শুরু হচ্ছে বিমানবন্দর থেকে। আপনি পৌঁছবেন, আর দেখবেন কয়েকজন স্মিতহাস্য স্বেচ্ছাসেক দাঁড়িয়ে। তারা সাইন ফ্যাশ করে জানতে চাইবেন আপনি ‘ ওসিএইচএ’ হেল্‌থ অ্যাপ নামিয়েছেন কি না। তা যদি করে থাকেন, তবে আপনি আর -একটু এগিয়ে যেতে পারবেন এবং কোভিড পরীক্ষার ঘরে প্রবেশ করতে পারবেন। সেখানে একটি চোঙাকৃতি পাত্রে আপনাকে কোভিড পরীক্ষার জন্য লালরসের ‘স্যাস্পেল’ মজা করতে হবে। তারপর আপনি উপরে উঠে যেতে পারবেন, সেখানে অপেক্ষা করার জন্য একটি বিস্তৃত এলাকা পাবেন। একটি বড় স্ক্রিনে আপনাকে চোখ রাখতে হবে। আপনি ‘কোভিড নেগেটিভ’ হলে সেখানে আপনার ন্বর দেখাযাবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই নম্বর আসছে, ততক্ষণ অবধি যেন এটা দুঃস্বপ্নের প্রহর চলে।

আমার ন্বর ছিল ৩০৩২। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। বা আইওএ-র প্রেসিডেন্ট নরেন্দ্র বাটরা ছিলেন ৩০৩০, আর সানিয়া মির্জা ছিলেন ৩০৩১ নম্বরে। আইওএ-র সেক্রেটারি জেনারেল রাজীব মেহতা ছিলেন ২০৩৫ নম্বরে। ৩০৩০, ৩০৩১ আর ৩০৩৫ নম্বর পরপর উঠে এলে পর্দায়, আমার নম্বরটা এল না। আমার আশপাশে বসে থাকা অনেকেই আমাকে শান্ত থাকতে বলছিলেন। কিন্তু ওই এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে আমার আয়ুক্ষয় হয়ে গেল যেন কিছুটা। যদি আমার নম্বর পর্দায় না ওঠে? যদি আমার ‘স্যাস্পেল’ থেকে নিশ্চিত না হওয়া যায় আমি পজিটিভ না নেগেটিভ? তার মানে কি আমাকে আইসোলেশনে থাকতে হবে? আমি কি অলিম্পিক গেমস ধেকতে পাব না? সৌভাগ্যক্রমে আমার নম্বর এক মিনিটের মধ্যেই পর্দায় উঠে এলে। আমার হাতে গোলাপি নেগেটিভ স্লিপ ধরিয়ে দেওয়া হল, আমি রওনা দিলাম ইমিগ্রেশনের দিকে। তারপর পুরো বিষয়টাই ছিল বেশ মসৃণ। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমি পৌঁছেও গেলাম হোটেলে।

এবার শুরু হল সমস্যার পরবর্তী অধ্যায়। জানা গেল, আমাকে তিনদিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে এবং হোটেল তো দূরস্থান, রুম ছেড়েও বেরনো চলবে না। রোজ কোভিড পরীক্ষার জন্য স্যাম্পেল দেওয়ার একটাই উপায়, যদি ঘরে একটি করে টেস্ট কিট পৌঁছে দেওয়া হয় এবং কেউ সেই টেস্ট কিট আবার ফেরত নিয়ে যায়। আমি নিয়মানুবর্তী, তাই আমি অন্তত শ’খানেক ফোন করলাম কোভিড লিয়াজ টিমেক একথা জানানোর জন্য যে আমার টেস্ট কিট প্রয়োজন এবং স্যাম্পেল জমা করতে সাহায্যের প্রয়োজন। রোজ স্যাম্পেল জমা না করলে হেল্‌থ অ্যাপে আমার নম্বর হবে ঋণাত্মক। ফলে, কোয়ারেন্টিনের শেষে আমি ঝামেলায় পড়ব। প্রথমত, কেউ ফোন ধরে না। দ্বিতীয়ত যদি ধরেও বা, সে ইংরেজি বলতে পারে না। শেষত, যদি কাউকে এই প্রয়োজনের কথা জানানোও যায়, তাহলেও কেউ স্যাম্পল সংগ্রহ করার জন্য এসে পৌঁছয় না। এক্ষেত্রে আমার মনে হয়, বিশ্বের গণমাধ্যম ভারতের মতো দেশগুলির প্রতি কিছুটা বৈষম্যমূলক মনোভাব পোষণ করে। ধরা যাক, এটা যদি দিল্লি হত তাহলে এমন গাফিলতির জন্য কড়া শাস্তি পেতে হত। কিন্তু ভারতে কেউ কোনও কাজ করে না, আমরা অদক্ষ, আমাদের কোনও শৃঙ্খলা নেই—বিশ্বজুড়ে আমাদের প্রতি বোধহয় এটাই দৃষ্টিভঙ্গি।

কমনওয়েলথ গেমসের দিকে ফির তাকানোর যাক একবার আবিশ্ব সংবাদপত্রগুলোতে শয়ে শয়ে লেখা ছাপা হচ্ছিল এই মর্মে যে, দিল্লি থেকে হাজার হাজার গরিব মানুষকে উচ্চেদ করার হচ্ছে ও পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে, যাতে পৃথিবীকে দেখানো যায়, দিল্লির রাস্তায় গরিবরা থাকে না। স্পষ্টত বলি, এই ধরনের প্রতিবেদন ছাপানো নিয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই। একটা বহুমুখী খেলা কখনও ধনীদের কুক্ষিগত হতে পারে না। একজনও উচ্ছেদ হলে তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরা উচিত। আমরা বক্তব্য, এই একই জিনিস তো টোকিওতেও ঘটছে। অলিম্পিকের জন্য টোকিওর ডাউনটাউন থেকে মানুষকে তার আশ্রয় থেকে উচ্চেদ করা হচ্ছে ও অন্যত্র চলে যেতে বলা হচ্ছে। মূল ভেন্যুতে কোনও দর্শক থাকছে না, এত অল্পসংখক লোক জাপান যাচ্ছে, তাও কেন এটা করা বচ্ছে? অবশ্যই বিশ্বের মিডিয়ার সামনে থেকে এই ধরনের দৃশকে হঠিয়ে দেওয়ার জন্য। সেখানের জন্য, দারিদ্র এবং পথেঘাটে মানুষের থাকা টোকিওর বাস্তবতা নয়। স্থানীয় কিছু মিডিয়া এই বিষয়টি নিয়ে খবর করেছে, কিন্তু একটিও আন্তর্জাতিক স্তরের সংবাদমাধ্যমে এই নিয়ে কোনও শিরোনাম দেখলাম না তো। একইভাবে আমি এই নিয়েও কাউকে কথা বলতে দেখছি না যে, মিডিয়ার তরফ থেকে নিয়মকানুন মেনে চলার সব প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আয়োজকদের তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা জাপানিদের দক্ষতা নিয়ে কথা বলি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা খুব প্রশংসাসূচক হতে পারছে না এই নিয়ে। বিমানবন্দরে সবকিছুই খুব শৃঙ্খলিত ছিল বটে, তারপরের অভিজ্ঞতা মোটের উপর ভাল না। হেল্‌থ লোক আসে না। ফোন কাজ করে না। আর সর্বোরকি যোগাযোগের ব্যবস্থা রীতিমতো প্রতিকূল। ফোনের গুগল ট্রান্সলেট কোনও কাজে আসে না, আপনি কী বলচে টাইছেন, তা বুঝিয়ে উঠতেই পারবেন না। স্বেচ্ছায় এই হল অলিম্পিক গেমসের কোভিড সংস্কারণ। এত সমস্যা সত্ত্বেও আমি তাকিয়ে আছি আগামী দু’সপ্তাহের দিকে। বিশ্বজুড়ে অ্যাথিলিটরা পাঁচ বছর অপেক্ষা করেছেন এই মুহূর্তগুলোর জন্য, তাঁরা সাফল্য অর্জন করলে তাই হবে ন্যায্য। ভারতীয়দের সাফল্যের নিরিখে এটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সুযোগ হতে পারে। একদল প্রকিভাবনা খেলোয়াড়কে আমরা পেয়েছি, তাঁদের যথেষ্ট সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে। আমাদের লন্ডনে ছ’টি মেডেল প্যায়ার রেকর্ড ভাঙতে না পারাব কোনও কারণ এবারে নেই। যদি অ্যাথিলিটরা এই চাপটা নিতে পারেন, থমকে না যান, তাহলে এবারের অলিম্পিক হয়ে উঠতে পারে অতীতের সব অলিম্পিকের থেকে আলাদা। আমাদের অ্যাথলিটরা যেন ভয় না পেয়ে এই মুহূর্তটা উপভোগ করতে পারেন। তাঁরা যেন চাপের কাছে নতিস্বাকার না করে এটাকে একটা সুযোগ হিসাবে নিতে পারেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে বলব, অলিম্পিকের এই কোভিড সংস্করণ কভার করতে পারাটাকে একটা সুবর্ণ সুযোগ হিসাবেই দেখছি। ২০১৪-এ প্যারিসে যখন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে, তখন বিশ্ব হয়তো কোভিডের করালগ্রাস থেকে মুক্ত হবে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তেহয়তো এটাকেএকটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে, তবে এমন পরিস্থিতি জীবনে একবারই আসে। পরের প্রজন্মকে বলার জন্য এই গল্পগুলো থেকে যাবে, আমি অন্তত এভাবেই ভাবব আগামী দিনগুলি। আশা কবর আমাদের খেলোয়াড়রাও এভাবেই ভাববেন এবং আমাদের কিছু ভুলতে না পারার মতো স্মৃতিউপহার দেবেন।(সৌজন্যে-সংবাদপ্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

টিএফএ-এর বৈঠক শনিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

বাবুল সুপ্রিয়র দল ছাড়ার কথা ঘোষণায় প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স)। বাবুল সুপ্রিয়র ইস্তফার ঘোষণায় আসানসোলের উপনির্বাচনের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের খবর, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় আশাবাদী তৃণমূল, শঙ্কিত বিজেপি।

একুশের বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে থাকা ৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৫টিতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। অঙ্কের হিসাবে তৃণমূল একুশের বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে ৫৪ হাজার ৮১১ ভোটে এগিয়ে রয়েছে বিজেপির থেকে। স্বাভাবিক ভাবেই বাবুলবাবু এই আসন থেকে ইস্তফা দিলে সেখানে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। আর সেক্ষেত্রে এই আসন বিজেপির পক্ষে বের করা অনেকটাই চাপের হয়ে যাবে।

সেই কারনেই হয়তো দিলীপ ঘোষ বলেছেন, বাবুলবাবু তাঁদের সহকর্মীই থাকবেন। কেননা বিজেপি একদমই চাইবে না এই আসনটি হাতছাড়া করতে। যদিও কারও কারও আশঙ্কা, বাবুলবাবুকে দিয়ে কার্যত বিজেপি ছাড়ার প্রক্রিয়া সবে শুরু হল। আগামী দিনে এই তালিকায় আরও অনেক সাংসদের নাম দেখা যেতেই পারে। তা সে বাংলা থেকে হোক কী ভিন্ন রাজ্য থেকে। বিধানসভা ভোটে পরাজয় এবং পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ পড়ে বাবুলবাবু এমনিতেই ক্ষুন্ন ছিলেন। তখন থেকেই তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। বস্তুত, নিভৃতে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিনি দিল্লি ছেড়ে মুম্বই চলে যান। মুম্বইয়ে নামার আগে মোবাইল থেকে 'ডিলিট' করে দেন ফেসবুক এবং টুইটারের দু'টি অ্যাপও। ঘনিষ্ঠমহলে বলেন, রাজনীতি থেকে কয়েকদিন ছুটি নিয়েছেন।

মুম্বই থেকে তিনি দিল্লি ফিরে গিয়েছিলেন। সংসদের বাদল অধিবেশনেও তাঁকে দেখা গিয়েছিল। এর পর তিনি আবার ফেসবুকে পোস্ট করা শুরু করেন। গত কয়েকদিনে তাঁর সে সব পোস্ট নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ফেসবুকে দীর্ঘ স্টেটাস লিখেই রাজনীতির ছাড়ার কথা ঘোষণা করে দিলেন বাবুল সুপ্রিয়।

৫০-এ পা দিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'এক গোছা রজনীগন্ধা' গানটা। আর তাকে সাক্ষী রেখে হেমন্তভক্ত শিল্পী বাবুল সুপ্রিয় গানের কথা অনুসরণ করেই লিখলেন, 'চললাম।' কেন দল ছাড়ার কথা ভাবছেন, গত দু'দিন ধরেই ফেসবুকে তার ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন বাবুলবাবু। অবশেষে শনিবার বারবেলায় দল ছাড়ার চূড়ান্ত ঘোষণা ওই ফেসবুকেই। রাগ-দুঃখ-ক্ষোভ-অভিমান-অপমান সব কিছু যেন মিলে মিশে একটা কাব্যিক অভিব্যক্তি। বাবুলবাবুর পোস্টের প্রথম দু'ঘন্টার মধ্যে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা যথাক্রমে ৩ হাজার, ১ হাজার ৪০০ ও ৫১০। রাত যত বেড়েছে, ঝড়ের গতিতে বেড়েছে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা।

সুদীপ্তা রায়চৌধুরী মুখার্জি লিখেছেন, "মন্ত্রীত্ব চলে গেলে কি এমন বিষাদ ভর করে?" পাঁচটি পৃথক প্রতিক্রিয়ায় দীপ্তাশ্য যশ লিখেছেন, "সোজা কথায় বলুননা তৃণমূলে যাচ্ছেন চটি চাটতে কিন্তু এখনই নয় কদিন পরে যাবেন। এদিকে কর্মীদের বাড়িঘর ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, কদিনে কতো কতো কর্মী খুন হয়ে গেল আর আপনার চিন্তা কখনও গাড়ি ভেঙে যাবে, কখনও চিন্তা মন্ত্রীত্ব থাকল কিনা। নির্লজ্জ মানুষ একটা আপনি। গায়ে মানুষের চামড়া নেই।

১৯৮৪ সালেও একজন পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে এরকম বলেছিল বিজেপি শেষ। তারপর বাকীটা ইতিহাস। এসব গায়ক, নায়ক আসবে যাবে। বিজেপি তার নিজের জায়গায় ঠিক থাকবে।

তা এবারে চটিটা কোথায় চাটলেন? প্লেনে? আপনার তো আবার সবকিছু প্লেনের মধ্যেই হয়। আর হ্যাঁ, রাজনীতি ছাড়ছেন তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করুন। আশা করি জানেন সেটা ফেসবুকে হয়না।"

অরুণাভ সাধুখাঁ লিখেছেন, "প্রতিটা পার্টির উচিত গ্রাউন্ড থেকে মার খেয়ে যারা ওঠে তাঁদের প্রার্থী করা... কিন্তু কোনো পার্টি সেটা করে না... তোমাদের মত লোক ফ্রী তে মার খায়.... আর এক লাইন স্ট্রাগল না করা বাবুল, মিমি, দেব, পায়েল রা গুড় খায়.... সবাই তো জানে এরা পড়ন্ত ক্যারিয়ার এ কিছু কমানোর জন্য পার্টি তে আসে..।" নয়ন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "আসাটাই ভুল হয়েছিল, যাওয়া তাই অনিবার্য। অনেক নতুন গানের জন্ম হোক।" সুমনা ভট্টাচার্য্য লিখেছেন, "রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে ধৈর্য্য রাখতে হয় অর্থাৎ টেস্ট ম্যাচ খেলার মতো টিকে থাকতে হবে।"

সজল মন্ডল লিখেছেন, "মন্ত্রীত্ব যদি বজায় থাকত তাহলে আপনি এই সিদ্ধান্ত নিতেন কি? রাজনীতি একটা অনেক বড় দায়বদ্ধতা। কয়েক লক্ষ মানুষের ভোট পেয়ে আপনি এখন একজন সম্মানীয় সাংসদ। একটা মন্ত্রীত্ব চলে গেল বলে এই 'চললাম' বলাটা আপনার জন্য প্রাণপাত করে যারা আপনাকে ভোটে জিতিয়েছিল তাদের সাথে 'তঞ্চকতা' হয়ে গেল না তো?" সঙ্গীতা মুখার্জি লিখেছেন, "রাজনীতিতে এখন ওদেরই ভিড় বেশি....ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।" সুপ্রিয়া ঘোষ লিখেছেন, "মন্ত্রীত্ব থাকা বা না থাকা বড় নয়, নিজের আত্মসম্মান হুমকির মধ্যে পড়লে কেউ কেউ সুইসাইড পর্যন্ত করে। কারণ বিনা দোষে দোষী করার অভিযোগ হজম করা আর প্রতিযোগীর তাচ্ছিল্য হাসি সবার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষত যার আত্মসম্মান বোধ আছে। যার আত্মসম্মানবোধ নেই সে পশুতুল্য। উনি মেধাবী প্রতিভাবান সজ্জন মানুষ, তাঁর আত্মসম্মানটাই তার জীবন। সেটা হারালে এই ধরনের মানুষ নিজেকে মৃত ভাবে। তাঁর এই পদত্যাগ মুলত তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের, তাঁর সম্পর্কে নানা জনের ভুল ধারণার কঠিন প্রতিবাদ ও তাঁর মনের জন্য অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক। তাঁকে কেউ আন্ডারএস্টিমেট করবেন না প্লিজ।"

কুণালের টুইটের খোঁচাতেই কি সাংসদ পদ থেকেও ইস্তফা বাবুলের : শনিবার ফেসবুক পেজে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে বিজেপি ও রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়। তবে সেই পোস্টে প্রথমে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা ছিল না।

বাবুল জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি কেন্দ্রের কাছ থেকে আর কোনও বেতন নেবেন না, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হিসাবে পাওয়া বাংলোও আর ধরে রাখবেন না। তিনি তা ছেড়ে দেবেন।

এরপরে অবশ্য তৃণমূলের তরফে কুণাল ঘোষ বাবুলের ইস্তফা নিয়ে খোঁচা দেন। বাবুলের নাম না নিয়ে কুণাল টুইট করে বলেন, 'কেউ রাজনীতি ছাড়ার কথা বললে আগে সাংসদ পদ ছাড়ুন। নাহলে বলব নাটক। মন্ত্রিত্ব হারিয়ে দলে কোণঠাসা হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। হতাশার কারণে প্রচারে থাকতে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা।' এর পরে পরেই বাবুলও তাঁর ফেসবুকের পোস্টে বাড়তি একটি লাইন জুড়ে দেন। জানিয়ে দেন, তিনি সাংসদ পদ থেকেও ইস্তফা দিচ্ছেন। আর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেল।

বাবুলের দলত্যাগের প্রশ্ন নিয়ে মেজাজ হারালেন দিলীপ ঘোষ : বাবুল সুপ্রিয়র দলত্যাগ নিয়ে সাংবাদিকদের ক্রমান্বয়ে প্রশ্নের উত্তরে মেজাজ হারালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বললেন, "এই বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করলে সাংবাদিক বৈঠক এখনেই শেষ করে দেব।" বাবুল সুপ্রিয় বনাম দিলীপ ঘোষ লড়াই বিজেপি শিবিরের সকলের জানা। রাজনৈতিক মহলেও এ নিয়ে কোনও লুকোছাপা নেই। শনিবার বাবুল রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেওয়ার ঘোষণা করার পরে দিলীপের বক্তব্য সেই সম্পর্ককেই তুলে ধরল। সাংবাদিক বৈঠকে দিলীপ বলেন, "ফেসবুকে কে কী লিখলেন আমি দেখি না। উনি কি ইস্তফা দিয়ে দিয়েছেন? খোঁজ নিন।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "কে কোথায় যাচ্ছেন, আমি তা নিয়ে কেন বলব? রাজনীতিতে আসা বা ছেড়ে দেওয়া কারও ব্যক্তিগত বিষয়। আমি কিছু বলব না।"

এটুকুতেই শেষ হল না দিলীপের এড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্য। ফেসবুকে পোস্ট করে রাজনীতি ছাড়া যায় না বলে বুঝিয়ে দেন তিনি। বেশ ব্যঙ্গের সুরেই বলেন, "মাসির গোঁফ হলে মাসি বলব না মেসো বলব তা ঠিক করব। আগে তো মাসির গোঁফ হোক।" এর পরেই তিনি মেজাজ হারান। স্বাভাবিক ভাবেই এর পরে অন্য বিষয় চলে আসে।শনিবার দিলীপবাবুর কোনও কর্মসূচি ছিল না। বিকেলের দিকে বিজেপি-র তরফে জানানো হয় সদর দফতরে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করবেন। তখনও রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা করেননি বাবুল। সাংবাদিক বৈঠকে দিলীপ অন্য প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করেন। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের পক্ষে একের পর এক বাবুল সংক্রান্ত প্রশ্নের মুখে পড়েন তিনি। সেই সময় দিলীপবাবু যেটা কখনও করেন না সেটাই করলেন শনিবার। বললেন, "এই বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করলে সাংবাদিক বৈঠক এখনেই শেষ করে দেব।"

ছাড়বেন না, বাবুলকে অনুরোধ বিজেপি নেতৃত্বের : বাবুল সুপ্রিয় সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ফেসবুক-ঘোষণার পর থেকেই শুরু হয়েছে নানা মহলের প্রতিক্রিয়া। "ছাড়বেন না" বলে তাঁকে আর্জি জানাতে শুরু করেছেন দলীয় নেতৃবৃন্দ।

বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, বাবুল তাঁদের সহকর্মীই থাকবেন, যার অর্থ বিজেপি হয়তো বাবুলকে চট করে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিতে দেবে না। বাবুলের রাজনীতি ছাড়া প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে বিজেপি-র রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "আমি রাজনীতি না ছাড়ার অনুরোধ করেছি। আশা করি উনি বিজেপি-তেই থাকবেন।" বিজেপি নেতা সন্ময় ব্যানার্জী লিখেছেন, "খুবই দুঃখ পেলাম এই সিদ্ধান্তে। না নিলেই পারতেন। সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন। সময় ক্ষত রিপেয়ার করে। কিছুদিন নীরবতায় মগ্ন থেকে সিদ্ধান্তটা সঠিক হত। এই সময়টাতে গানে ডুব দিতে পারতেন। একবার ভেবে দেখবেন সব কিছুর ইতি টানার আগে। আসানসলের মানুষগুলোর কথা মনে আনুন। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন।" প্রসঙ্গত, বাবুল ইস্তফা দিলেই উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। আর তাতে বিজেপি আর ওই আসন ধরে নাও রাখতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

২ আগস্ট থেকে স্কুল খুলছে পঞ্জাবে, শুরু হবে সমস্ত ক্লাসের পঠনপাঠন

চন্ডীগড়, ৩১ জুলাই (হি.স.): আগামী ২ আগস্ট, সোমবার থেকে পঞ্জাবে খুলতে চলেছে স্কুল। ওই দিন থেকেই পঠনপাঠন শুরু হবে সমস্ত ক্লাসের। কোভিড-সতর্কতা মেনেই ২ আগস্ট, সোমবার থেকে স্কুল খোলার নির্দেশ দিয়েছে পঞ্জাব সরকার। শনিবার পঞ্জাবের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (স্বরাষ্ট্র) বিবৃতি মারফত জানিয়েছেন, ২ আগস্ট থেকে সমস্ত ক্লাসের জন্য স্কুল খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। স্কুলে কোভিড-বিধি যাযভাবে মেনে চলতে হবে। স্কুল খুললেও, পঞ্জাবে কোভিড-বিধিনিষেধ লাগু থাকছে আগামী ১০ আগস্ট পর্যন্ত। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১০ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে কোভিড-বিধিনিষেধ। দীর্ঘ দিন পর স্কুল খুলবে এই খবর শুনেই খুশি পঞ্জাবের ছাত্র-ছাত্রীরা। উল্লেখ্য, পঞ্জাবে এই মুহূর্তে করোনার প্রকোপ অনেকটাই নিম্নমুখী। রাজ্যে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৪৪।

স্পুটনিক-ভি টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিলেন তেজস্বী

পাটনা, ৩১ জুলাই (হি.স.): রাশিয়ার স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদব। শনিবার পাটনায় স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন তেজস্বী যাদব। দেশে তৈরি ভ্যাকসিনের পরিবর্তে রাশিয়ার স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিনকেই বেছে নিয়েছেন তেজস্বী যাদব। আগেই স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিনের প্রথম দফার ডোজ নিয়েছিলেন তেজস্বী, শনিবার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলেন তিনি।

রাজ্যের প্রাক্তন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সুদর্শন রায়চৌধুরী প্রয়াত

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.) : প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা সুদর্শন রায়চৌধুরী। শনিবার সন্ধ্যায় উত্তরপাড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী ছিলেন সুদর্শন রায়চৌধুরী। ছাত্রজীবনেই বাম রাজনীতিতে হাতেখড়ি তাঁর। ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই যুক্ত হন কমিউনিস্ট পার্টিতে। ১৯৬৭ সালে সিপিএমের সদস্যপদ লাভ করেন তিনি। এরপর রাজনীতির সঙ্গেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন সুদর্শন রায়চৌধুরী।

শ্রীরামপুর কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। ১৯৮৯-৯১ শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন সুদর্শনবাবু। এরপর ২০০৬ সালে জাঙ্গিপাড়া থেকে বিধানসভা নির্বাচনে এই তাত্ত্বিক নেতাকে প্রার্থী করে দল। সেবার জিতেই তিনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মন্ত্রিসভার উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী হন তিনি। এরপর ২০১২ সালে সিপিএমের হুগলি জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব নেন তিনি। টানা ছ"বছর এই দায়িত্বে ছিলেন সুদর্শন রায়চৌধুরী। আমৃত্যু তিনি ছিলেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য।

রাজ্যে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনার দৈনিক সংক্রমণ, একদিনে নতুন করে আক্রান্ত ৭৬৯ জন

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি. স.) : আগের দিনের তুলনায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু বেশ খানিকটা বেড়েছে। একদিনে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬৯ জন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন ৮ জন। শুধু তাই নয়, শনাক্তের হার অর্থাৎ পজিটিভিটি রেটও বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনায় গত ২৪ ঘন্টায় করোনার ছোবলে নতুন করে প্রাণ হারিয়েছেন দুজন। দৈনিক সংক্রমণের নিরিখে রাজ্যে শীর্ষেই রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা।

শনিবার সন্ধ্যায় রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত করোনা বুলেটিনে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে আরও ৪২ হাজার ২০৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নয়া নমুনা পরীক্ষায় ৭৬৯ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার অর্থাৎ পজিটিভিটি রেট দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৮২ শতাংশে। রাজ্যে এ নিয়ে এখণও পর্যন্ত মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন ১৫ লক্ষ ২৮ হাজার ১৯ জন। আগের দিনের তুলনায় যেমন দৈনিক সংক্রমণ বেড়েছে, তেমনই বেড়েছে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও। গত ২৪ ঘন্টায় করোনার ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন ৮ জন। আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এ নিয়ে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হলেন ১৮ হাজার ১৩৬ জন।' স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী, 'রাজ্যে করোনা জয়ীর হার যথেষ্টই আশাপ্রদ। গত ২৪ ঘন্টায় প্রাণঘাতী ভাইরাসকে হারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৮১৯ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ১৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭৭০ জন।

সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখা, বৃষ্টি থেকেই নিস্তার নেই বঙ্গবাসীর

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.): আপাতত বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই বঙ্গবাসীর। আগামী ২৪ ঘন্টা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও। নিম্নচাপ কেটে গিয়েছে ঠিকই, তবে বঙ্গোপসাগরের উপরে সক্রিয় রয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা। তাই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যে। তবে, রবিবার থেকে কমতে পারে বৃষ্টি। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। কিছুটা কমেছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কম। শুক্রবার দিনভর সেভাবে বৃষ্টি হয়নি কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। কিন্তু, শনিবার সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার সারাদিনই মেঘলা আবহাওয়া থাকবে। বজ্রগর্ভ মেঘের প্রভাবে কোথাও কোথাও বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা ছাড়া হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও বর্ধমানে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহবিদরা। ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে।

অসম : মিজোরাম প্রশাসনের ছয় প্রশাসনিক আধিকারিককে ২ আগস্ট ধলাই থানায় হাজির হতে সমন জারি

শিলচর (অসম), ৩১ জুলাই (হি.স.) : গত ২৬ জুলাই কাছাড়ের লায়লাপুরে রক্তক্ষয়ী আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মিজোরাম প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে অসম পুলিশ। ইতিমধ্যে মিজোরামের ছয় প্রশাসনিক আধিকারিককে সমন জারি করে আগামী ২ আগস্ট সকাল ১১.০০টায় ধলাই থানায় তাঁদের হাজির হতে বলেছেন কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক কল্যাণকুমার দাস।

সমনপ্রাপ্ত মিজোরামের প্রশাসনিক ছয় আধিকারিক যথাক্রমে জেলাশাসক ভেললাল ফাকা, পুলিশ সুপার ব্রুঞ্চ কিবি, দুই অতিরিক্ত জেলাশাসক থার্টি হাংজসাল ও ড় এইচ লালথালাজিলিয়ানা, মহকুমাশাসক ডেভিড জেবি এবং এসডিপিও সি লালরেপুরিয়া।

উল্লেখ্য, ২৬ জুলাই সংগঠিত ঘটনা সম্পর্কে কাছাড়ের ধলাই থানায় মিজোরামের কলাশিব জেলার পুলিশ সুপার, জেলাশাসক সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ২৩৬/২১ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০ (বি), ৪৪৭, ৩৩৬, ৩৭৯, ৩৩৩, ৩০৭, ৩০২ এবং আর্মস অ্যাক্ট ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে সরকারি সম্পত্তি আইন, ১৯৮৪-এর ২৫ (১-এ) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ২৮ জুলাই অভিযুক্তদের কাছে অসম পুলিশের তরফ থেকে ২ আগস্ট বেলা ১১টায় ধলাই (অসম) থানায় হাজির হতে সমন পাঠানো হয়েছিল।

শেলিকে টপকে বিশ্বের দ্রুততম মানবী এলাইনি থমসন

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : মহিলাদের ১০০ মিটারে সোনা জিতলেন জামাইকার এলাইনি থমসন-হেরা। প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা দৌড়বিদ হিসেবে শেলি অ্যান ফ্রেজার প্রাইসকে টপকে সোনা পেলেন তিনি। গতবার রিও অলিম্পিক্সেও সোনা পেয়েছিলেন এলাইনি। শনিবার প্রথম তিনটি স্থানেই জামাইকার দৌড়বিদরা রয়েছেন।

শেলিকেই এবার মনে করা হচ্ছিল মহিলাদের বিভাগে বাকিদের থেকে এগিয়ে। কিন্তু হিসেব উল্টে নিজের সোনা ধরে রাখলেন এলাইনি। দৌড় শেষ করলেন ১০.৬১ সেকেন্ডে, যা অলিম্পিক্সের রেকর্ড। শেলি শেষ করেন ১০.৭৪ সেকেন্ডে। তৃতীয় স্থানে থাকা শেরিকা জ্যাকসন ১০.৭৬ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেছেন।

জামাইকার ম্যাঞ্চেস্টার প্যারিসে জন্ম এলাইনির। প্রথমে ক্রিশ্চিয়ানা হাইস্কুল এবং পরে ম্যাঞ্চেস্টার হাইস্কুলে পড়াকালীন দৌড়ে হাতেখড়ি। প্রথমে তিনি স্প্রিন্টার ছিলেন না। বরং দূরপাল্লার দৌড়েই বেশি আগ্রহ ছিল। ধীরে ধীরে স্প্রিন্টার হিসেবে গড়ে তোলেন নিজেকে।

রিয়ো অলিম্পিক্সে ১০০ মিটারের পাশাপাশি ২০০ মিটারেও সোনা জিতেছিলেন তিনি। রিলেতে জামাইকা রুপো পেয়েছিল। এবারও ২০০ মিটার এবং রিলে-তে দেখা যাবে তাঁকে।হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

বাবুল সুপ্রিয়র এই সরে দাঁড়ানোয় উল্লসিত তৃণমূল

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স)। বাবুল সুপ্রিয়র এই সরে দাঁড়ানোয় উল্লসিত তৃণমূল শিবির। তৃণমূলের এক নেতা জানান, বিষয়টি আমরা বেশ ইতিবাচক হিসাবেই দেখছি। কেননা বাবুলবাবুর পরিচয় বাঙালির কাছে 'গায়ক' হিসাবেই। তাঁর সঙ্গে রাজনীতি জুড়ে ছিল না। এখনও বাঙালি তাঁর গানেই মজে আছে, তাঁর রাজনীতিতে নয়। সেই বাবুল বিজেপিতে থাকায় তৃণমূলের কিঞ্চিৎ অসুবিধা যে হচ্ছিল তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

সূত্রের খবর, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও তাঁকে তৃণমূলে আনতে চান। তবে বাবুলবাবু জানিয়েছেন, তিনি এখন কোনও দলেই যাচ্ছেন না। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কোথাও না। কেউ তাঁকে ডাকেওনি। তবে ২০২৪ সালে যে সেই ডাক আসবে না সেটাই বা কে বলতে পারে? তাই তাঁর রাজনীতিতে ফেরার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। তবে তৃণমূল এবার ঝাঁপাতে চলেছে আসানসোল দখলের জন্য। পরিবর্তনের পরেও দক্ষিনবঙ্গের যে ২টি লোকসভা কেন্দ্রে এখনও ঘাসফুল ফোটেনি তার অন্যতম হল আসানসোল। ২০১৪ ও ১৯ দুই নির্বাচনেই আসানসোলে হারতে হয়েছে তৃণমূলকে। এবার কিন্তু তৃণমূল ৫০ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে উপনির্বাচনের মাঠে নামবে। লক্ষ্য আসানসোল দখল। আর সেই যুদ্ধে এখন থেকেই আশাবাদী তৃণমূল।

আরও কোভ্যাক্সিন এল রাজ্যে, শনিবারই জেলায় বণ্টন শুরু

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি স)। ক'দিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গে করোনার টিকার আকাল দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যকে কোভ্যাক্সিন পাঠাল কেন্দ্র। শনিবার ২ লক্ষ ৯৪ হাজার কোভ্যাক্সিন এল রাজ্যে। গত সপ্তাহে কোভ্যাক্সিনের অভাবে রাজ্যের বেশ কিছু টিকা কেন্দ্রে এই টিকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। চলতি সপ্তাহের সোমবার দেড় লক্ষ কোভ্যাক্সিন আসার পর আবার টিকা দেওয়া শুরু হয়।

যে সব টিকাগ্রহীতার দ্বিতীয় টিকা বাকি রয়েছে তাঁদের আগে টিকা দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব।

স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকেও দ্বিতীয় টিকাকে অগ্রাধিকার দিতে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের উদ্দেশে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। তবে এই সপ্তাহে জোগান বাড়ায় কোভ্যাক্সিন টিকাকরণ গতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের জন্য আরও টিকা চেয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়াও অনেক রাজ্যের থেকে বাংলার কম টিকা প্রাপ্তির কথাও বলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার নিরিখে এই সরাবরাহ যথেষ্ট নয় বলেও জানান।

"মমতা জননেত্রী," অজন্তাকে শো-কজ করল সিপিএম অনিল কন্যার জবাব শুনে সিদ্ধান্ত নেবে পার্টি

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জননেত্রী বলায় অজন্তা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চলেছে সিপিএম। কলকাতা জেলা কমিটির অন্তর্গত যে এরিয়া কমিটিতে তাঁর সদস্যপদ রয়েছে, তাদের বলা হয়েছে অজন্তার জবাব তলব করার জন্য। অজন্তার জবাব পাওয়ার পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সিপিএম। তাঁর এখনও সিপিএমের পার্টি সদস্যপদ রয়েছেন। কয়েক মাস আগেই সেই সদস্যপদ পুণর্নবীকরণ করিয়েছিলেন তিনি। তারপর জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে কী এমন ঘটে গেল কে জানে যে তৃণমূলের মুখপত্র "জাগো বাংলা"য় কলম ধরলেন সিপিএমের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক প্রয়াত অনিল বিশ্বাসের কন্যা তথা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা অজন্তা বিশ্বাস।

বাংলার রাজনীতিতে নারী শক্তির ভূমিকা নিয়ে চার দিন ধরে তাঁর ধারাবাহিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে তৃণমূলের মুখপত্রে। যা নিয়ে আন্দোলিত সিপিএম। ওই লেখায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জননেত্রী বলেছেন অজন্তা। সূত্রের খবর, তৃণমূলের মুখপত্রে অনিল কন্যার লেখার প্রথম পর্ব প্রতকাশিত হওয়ার পরেই আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের তরফে কলকাতা জেলার সম্পাদক কল্লোল মজুমদারকে বলা তড়িঘড়ি অজন্তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। তখনই অজন্তাকে বলা হয় পরবর্তী পর্বগুলি প্রত্যাহার করে নিতে। কিন্তু তাতে রাজি হননি অনিল কন্যা। এ ব্যাপারে সিপিএমের কলকাতা জেলার সম্পাদক কল্লোল মজুমদার বলেছেন, "ওইখানে ওঁর এই লেখা বামপন্থী সমর্থকদের অনুভূতিতে আঘাত করেছে। আমরা বলেছি সংশ্লিষ্ট এরিয়া কমিটিকে ওঁর বক্তব্য জানার জন্য। তারপর পার্টি যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে।"

আক্রমণকারী শাহজাহান গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষোভ মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লার

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি. স.) : দুর্যোগে বিধ্বস্ত সন্দেশখালিতে ত্রাণ দিতে গিয়ে তৃণমূলের নেতাদের দাদাগিরির মুখে পড়েন খোদ রাজ্যের মন্ত্রী। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার ও মাদ্রাসা মন্ত্রী সন্দেশখালির তৃণমূল নেতার সঙ্গে বচসায় জড়ান। সন্দেশখালি এলাকার দাপুটে নেতা শেখ শাহাজাহানের বিরুদ্ধেই অভিযোগ মন্ত্রীর। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষোভ রয়েছে মন্ত্রীর মনে। ওই তৃণমূল নেতা মন্ত্রীকে হুমকি দেয় বলেও অভিযোগ। যার ভিত্তিতে বারবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করলেও এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। সিদ্দিকুল্লা শনিবার জানিয়েছেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার স্নেহের। তাঁর অগ্রগতিতে আমি খুশি। আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে কেন অভিষেকের ঘুম ভাঙছে না বুঝতে পারছি না।" দলের নেতৃত্ব ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন মন্ত্রী। শনিবার তিনি জানিয়েছেন, "আমি ইজ্জত বিক্রি করে তৃণমূলে আসিনি। এসপি সাহেব সঠিক পদক্ষেপ নিন। শাহাজাহানকে গ্রেফতার করুন। যারা দোষী তাঁদেরকে গ্রেফতার করুন। আইন আইনের পথে চলুক। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ উজ্জ্বল হোক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ উজ্জ্বল হোক এটা আমি চাই। দলের মুখ কলঙ্কিত হোক আমি এটা চাই না।" সিদ্দিকুল্লা আগেই জানিয়েছেন ত্রাণ দিতে যাওয়ার দিন তাকে হেনস্থা করে শেখ শাহজাহান। এমনকি শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ এনে পুলিশের দ্বারস্থ হন সিদ্দিকুল্লা। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না করায় আজ শাহজাহানের গ্রেফতারি চেয়ে বসলেন রাজ্যের মন্ত্রী। সিদ্দিকুল্লা এই ঘটনা নিয়ে আগেই সংবাদমাধ্যমে ও ন্যাজাট থানার ওসি এমনকি বসিরহাট জেলা পুলিশের এসপিকে জানান। লিখিত আকারে শাহজাহানের নামে হেনস্থা ও ত্রাণ ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ জানিয়েছিলেন কিন্তু এতদিন হয়ে গেলেও রাজ্যের একজন মন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ নেতার মামলার সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষোভ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আপনি কি আম খেয়ে খোসা ফেলে দেন? তা হলে ভুল করছেন

খবর অনলাইন ডেস্ক: গ্রীষ্মকালের মরশুমি ফল হিসেবে আমের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তবে খাওয়ার পরে আমের খোসাগুলো কী করেন? আপনি কি তা আবর্জনায় ফেলে দিচ্ছেন? যদি তাই করেন, তবে এখনই বন্ধ করুন। আমের খোসা কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যায়।

আমের আচার পছন্দ করেন না, এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে আমের খোসা ব্যবহার করেও আচার তৈরি করতে পারেন। চেখে দেখার পর বোঝা যাবে, আমের খোসার আচার কতটা সুস্বাদু!

আমের খোসার সঙ্গে এর জন্য লাগবে পরিমাণ মতো গুড়, নুন, প্রয়োজনীয় কালো বিট লবণ, মরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, আদা বাটা, সরষের তেল।

আমের খোসা ছাড়িয়ে এক ইঞ্চি আকারে কেটে ফেলুন। ট্রেতে রাখুন। নুন, বিট লবণ, হলুদ গুঁড়ো এবং কালো মরিচের গুঁড়ো খোসার সঙ্গে ভালো ভাবে মেখে নিন। মিশ্রিত এই আমের খোসা ঘণ্টাখানেক রোদে রাখুন।

শুকনো লঙ্কা এবং তেজপাতা ভেজে গুঁড়ো করে নিন। কড়াইতে সামান্য তেল গরম করে আমের খোসাগুলো ছেড়ে দিন। মাঝারি আঁচে কয়েক মিনিট ভাজুন। কড়াইতে গুড় মিশিয়ে ভাল করে মেশান। খোসাগুলি কিছুটা নরম হয়ে যাওয়ার পরে ভাজা মশলা দিন। আধঘণ্টার মতো কড়াই ঢেকে রাখুন।

ঠান্ডা হয়ে এলে কড়া থেকে কাচের বোতলে রেখে দিন। আমের খোসা দিয়ে দেশি আচার তৈরি হয়ে যাবে এ ভাবেই। মনে রাখবেন, প্রথম তিন দিন কাচের বোতলটিকে প্রায় চার ঘণ্টা সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখতে হবে। পরে আপনি প্রতি সপ্তাহে দু''ঘণ্টা করে সূর্যের আলোতে রাখতে পারলেই যথেষ্ট।

ওটমিল পিনাট কুকিজ

খবরঅনলাইন ডেস্ক: ওট ও পিনাট বাটার খুবই স্বাস্থ্যকর খাবার। আর কুকিজ খেতে কম বেশি অনেকেই পছন্দ করেন। তাই আজ বানিয়ে ফেলা যাক ওট দিয়ে সুস্বাদু কুকিজ।

ওটস ৩/৪ কাপ, পিনাট বাটার ১/২ কাপ, ডিম ১টি, ময়দা ৩/৪ কাপ, মাখন গলানো আধ কাপ, ব্রাউন সুগার আধ কাপ, সাদা চিনি ১/৩ কাপ, ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট ১ চা চামচ, বেকিং সোডা ৩/৪ চা চামচ, নুন ১/৪ চা চামচ।

একটি বড়ো কাচের বাটিতে মাখন, চিনি ও পিনাট বাটার নিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। ফুলে উঠলে ডিম ও ভ্যানিলা এক্সট্রেক্ট মেশান।

এ বার ময়দা, বেকিং সোডা ও নুন দিয়ে অল্প ফেটান। এতে ওটস দিন। আবার ভালো করে মেশান। আগে ওভেন প্রি-হিট করে নিন ৩৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায়।

ডো থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে কুকির আকারে গোল গোল বানিয়ে ফেলুন।

এ বার একটি ট্রেতে কুকি শিট দিয়ে তার ওপর অল্প মাখন মাখিয়ে কুকিগুলো ২ ইঞ্চি ছেড়ে ছেড়ে বসান।

ট্রে ওভেনে দিয়ে ৮ থেকে ১০ মিনিট বেক করুন। হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে চা বা কফি যে কোনো কিছুর সঙ্গে পরিবেশন করুন।

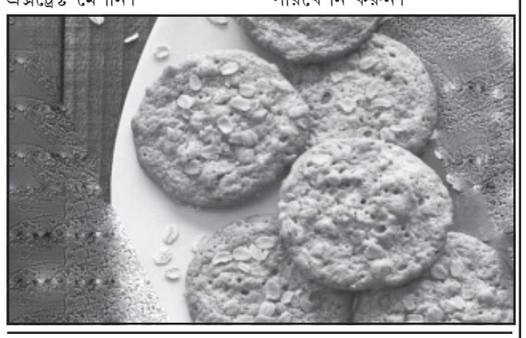

দাড়িতে নারীর আকর্ষণ

ছাঁট যাই হোক দাড়ির প্রতি নারীর আকর্ষণের রহস্য বের করেছেন গবেষকরা।

এক সময় পুরো দাড়ি কামানো মসৃণ গালের কদর ছিল বেশ। যুগের হাওয়ায় এখন দাড়ি হয়েছে পুরুষের ফ্যাশনের অঙ্গ।

গবেষণায় দেখা গেছে, পুরুষের দাড়ি দেখে নারীরা আকৃষ্ট হন ঠিকই তবে সেটা বিশেষ ধরনের ওপর নির্ভর করে।

'ইভোলুশ অ্যান্ড হিউমেন বিহেইভিয়র' সাময়িকীতে প্রকাশিত ২০১৩ সালের এক গবেষণা থেকে পুরুষের কোন ধরনের দাড়ি নারীকে বেশি আকর্ষণ করে সে সম্পর্কে জানান যায়।

'ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস'য়ের 'ইভোলিউশন অ্যান্ড ইকোলজি রিসার্চ সেন্টার'য়ের গবেষকরা প্রায় ৪শ' জন নারীকে ১০ জন পুরুষের ছবি দেখিয়ে, তাদের মতে সেরা নির্বাচন করতে দেওয়া হয়। ছবিতে চার ধরনের মডেল ছিল- 'ক্লিন শেইভড', 'হালকা দাড়ি', 'ঘন দাড়ি' এবং 'সম্পূর্ণ দাড়ি'।

সমীক্ষা অনুযায়ী, নারীরা তুলনামূলক ঘন দাড়ির পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হালকা দাড়ির পুরুষেরা তুলনামূলক ভাবে কম আকর্ষণ করেছিল তাদের।

দেখা গেছে নারীরা হালকা দাড়ির পুরুষদের মাঝে সবচেয়ে কম আকর্ষণ খুঁজে পান।

যেসব পুরুষের দাড়ির বয়স ১০ দিন ছিল তাদের দেখে নারীরা বেশি আকর্ষিত হন। আর যাদের দাড়ির বয়স পাঁচ দিন ছিল তাদের প্রতি কম আকর্ষণ অনুভব করেন।

পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বড় দাড়ি ও সম্পূর্ণ দাড়ি কামানো পুরুষেরা পছন্দের তালিকায় দ্বিতীয়তে অবস্থান করেছিল।

গবেষকদের বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে বেস্টলাইফ ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, "এমনও হতে পারে যে এই নেতিবাচক 'রেটিং' হালকা ও কেঁকড়ানো দাড়ির বিরুদ্ধে ছিল। আর অপেক্ষাকৃত ঘন ও মোটা দাড়ি রাখা পুরুষদের জন্য সহায়ক হতে পারে।"

সহজ ভাষায় বলা যায় হালকা ও কেঁকড়ানো দাড়ি নারীদের মাঝে মোহ সৃষ্টি করে না।

সাধারণত, বড় দাড়ির পুরুষদের দেখে অভিভাবকসুলভ অনুভূতি কাজ করে। সমীক্ষারে ফলাফলে সেরকমই দেখা গেছে।

মহিলারা প্রকৃতপক্ষে অভিভাবকীয় দক্ষতার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দাড়িওয়ালা পুরুষদের সর্বোচ্চ রেটিং দিয়েছেন। এর কারণ হতে পারে পুরো দাড়িওয়ালা পুরুষদের মুখের চুলের অন্য ধরনের পুরুষদের চেয়ে স্বাস্থ্যকর এবং বেশি পুরুষালি বলে মনে হয়েছিল।

অন্যদিকে হালকা দাড়িওয়ালা পুরুষদের দেখে কম অভিভাবকীয় দক্ষতাসম্পন্ন এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকেও অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে হয়। পুরুষরাও নারীদের মতো বিচার করে

গবেষকরা একইভাবে ১৭৭ জন পুরুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে দেখেন তারা সম্পূর্ণ দাড়ি ও ঘন দাড়ির পুরুষদেরকে বেশি আকর্ষণীয় বলে বিবেচনা করেন। আর দাড়ি কামানো পুরুষদের কম আকর্ষণীয় ও হালকা দাড়ির পুরুষদের সবচেয়ে কম আকর্ষণীয় বলে বিবেচনা করে থাকেন।

কোন সম্পর্ক ডেকে আনতে পারে মৃত্যু!

শারীরিক সম্পর্কের চূড়ান্ত তৃপ্তির মুহূর্তেই শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে অ্যালার্জি। সেই অ্যালার্জি মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। পুরুষের বীর্য নারীর, এমনকি সেই পুরুষের জন্যও ডেকে আনতে পারে বিপদ।

যৌনমিলনের পর, অনেকের যৌনাঙ্গে বা শরীরের অন্যান্য স্থানে অ্যালার্জি হয়। এই সমস্যাকে বহু বছর খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেছে যে, মিলনের পর অনেক নারী অ্যালার্জির কারণে ডাক্তারের কাছে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি বীর্যপাতের পর নিজের বীর্যের কারণে অনেক পুরুষের শরীরেও দেখা দিচ্ছে অ্যালার্জি। এ ধরনের অ্যালার্জির পার্শপ্রতিক্রিয়ায় প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টও শুরু হতে পারে। যৌনমিলনের কারণে দেখা দেওয়া অ্যালার্জির কারণে হতে পারে মৃত্যুও।

১৯৫৮ সালে, অর্থাত ৫৮ বছর আগে নেদারল্যান্ডসের এক ডাক্তার প্রথম যৌনতার কারণে দেখা দেওয়া এই অ্যালার্জির কথা লিখিতভাবে উল্লেখ করেছিলেন। এতদিনেও কিন্তু গবেষণামুলক লেখালেখিতে এ ধরণের রোগীর উল্লেখ খুব একটা নেই।

যৌনমিলনের পর অ্যালার্জি দেখা দিলেও অনেকেই লজ্জায় ডাক্তারের কাছে যেতে চান না। এই প্রবণতা অবশ্য মেয়েদের মধ্যেই বেশি। অনেক সময় ডাক্তারের ভুলের কারণেও যৌনতাজনিত অ্যালার্জির কথা কেউ জানতে পারে না। ডাক্তার ধরে নেন, সাধারণ কোনও ইনফেকশন হয়েছে। সেই অনুযায়ীই চলে চিকিতসা।

একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, শিল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি ১০ হাজারের মধ্যে অন্তত একজন নারী বা পুরুষ এ ধরনের অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হন।

পুরুষদের বীর্যে এমন অনেক উপাদান রয়েছে, যা থেকে অ্যালার্জি হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যৌনতার পরের এই অ্যালার্জির জন্য দায়ি বীর্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপদান ''প্রোস্টেট-স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন'' বা পিএসএ। এই পিএসএ-র কারণে প্রোস্টেট ক্যানসারও হয়ে থাকে। অন্যদিকে যৌনমিলন এবং প্রজননেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পিএসও। ডিম্বানু আর শুক্রানুর মিলনও পিএসএ-র ওপর নির্ভরশীল।

অনেক সময় কুকুরের বীর্যের কারণেও মানুষের দেহে দেখা দিতে পারে এই অ্যালার্জি। কুকুর প্রস্রাব করার সময় অনেক সময়ই সেই প্রস্রাব ছিঁটে তার গায়ে লাগে। তখন প্রস্রাবের সঙ্গে বীর্যও লাগে শরীরে। পোশা কুকুরকে কেউ যখন আদর করেন সেই বীর্যের সংস্পর্শেও এসে যায় মানুষ।

এভাবে যৌনমিলন ছাড়াও হতে পারে বিপজ্জনক এই অ্যালার্জি। খাবারে অনেকেরই অ্যালার্জি থাকে। আর যৌনমিলনের সময় সেই খাবারের কারণেও কিন্তু হতে পারে অ্যালার্জি। ব্রাজিলে এক নারীর বাদামে অ্যালার্জি ছিল। তাই তার পার্টনার যৌনমিলনের আগে বাদাম খেলেও খুব ভালো করে ব্রাশ করে ভেবেছিলেন মুখে যেহেতু বাদামের কণাও নেই, সেহেতু মেয়েটির অ্যালার্জি হবে না। কিন্তু যৌনমিলনের পরই অ্যালার্জি শুরু হয়ে যায় মেয়েটির শরীরে। পুরুষদের অ্যালার্জির ধরণটা একটু অন্যরকম। যৌনমিলনের পর পুরুষদের সাধারণত খুব মাথাব্যথা হয়। কারো কারো কয়কেদিন খুব ক্লান্ত লাগে। কেউ কেউ আবার সপ্তাহ খানেক পর্যন্ত সর্দি-জ্বরে ভোগে। এমন অ্যালার্জি কয়েকবার হলে এক সময় মনে আতঙ্ক দেখা দেয়। অনেকে তো তখন আর সেক্সই করতে চান না। তবে মনে রাখবেন, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যৌনমিলন এড়িয়ে চলা কোনেও সমাধান নয়। বরং যৌনমিলনে কনডম ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যারা সন্তান নিতে চান তাদের কী হবে? তাদের তো কনডম ব্যবহার করলে চলবে না! তাদের জন্য একমাত্র সহায় অ্যান্টিহিসটামিন। এই ওষুধ অ্যালার্জির কষ্ট অনেকটাই কমাতে সক্ষম।

মাংস যেভাবে সংরক্ষণ করলে ভালো থাকবে বহুদিন

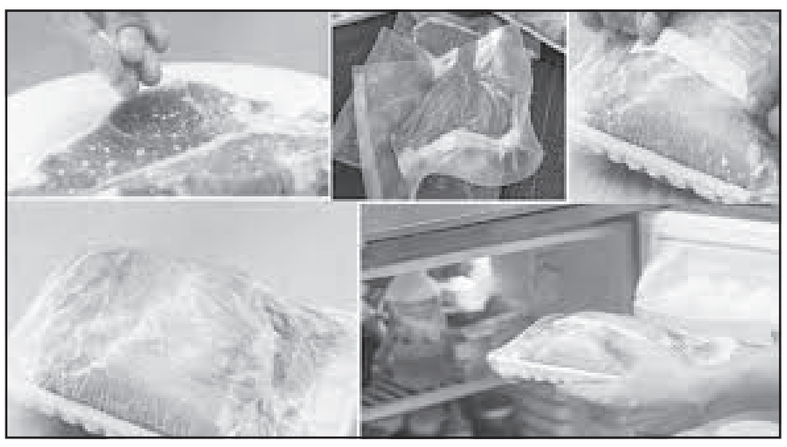

ফ্রিজ ছাড়াও মাংস সংরক্ষণের রয়েছে অনেক উপায়।

সাধারণ সময়ের চাইতে কোরবানির ঈদে প্রায় সবার বাড়িতেই অতিরিক্ত মাংস থাকে। আর সেগুলো যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য মাংস কীভাবে সংরক্ষণ করতে হবে তা জানা জরুরি।

এই বিষয়ে ডায়াবেটিক সমিতি (বাডাস)'য়ের পুষ্টিবিদ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার এবং বাংলাদেশ অ্যাকাডেমি অব ডায়াটিকস অ্যান্ড নিউট্রিশন (বিএডিএন)'য়ের নির্বাহী পরিচালক ডা. সাজেদা কাশেম জ্যোতী বলেন, ''পুষ্টিগুণের কথা চিন্তা করলে কোরবানির মাংস এক মাসের মধ্যেই খেয়ে ফেলা উচিত। তবে তা সবার জন্য বাস্তবমুখী হয় না।''

"মাংস সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হল তা জীবাণু মুক্ত রাখা, স্বাদ ও গুণগত মান যথাসম্ভব অক্ষুণ রাখা, পচন রোধ করা, খাদ্যবাহিত রোগ সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকা।"

এজন্য অবশ্যই কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

- মাংস বেশিক্ষণ বাইরে রাখলে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ হতে পারে। তাই মাংস বাড়িতে আসার পর দ্রুত সেটা ভালোভাবে ধুয়ে, রক্ত পরিষ্কার করে রান্না করতে হবে। অথবা ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে।

- মাংস অবশ্যই প্লাস্টিকের ব্যাগে বা 'অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল'য়ে মুড়ে রাখতে হবে। এতে মাংসে বাতাস ঢুকবে না। ফলে ব্যাক্টেরিয়া জন্মানোর আশঙ্কা কমবে।

- ফ্রিজে সংরক্ষণ করা সম্ভব না হলে মাংস সঠিকভাবে জ্বাল দিয়ে রাখতে হবে। আর ছয় ঘণ্টা পরপর সেটা পুনরায় জ্বাল দিতে হবে।

- মাংস লম্বা টুকরা করে লবণ ও হলুদ মেখে রেখে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়।

- চর্বিযুক্ত মাংস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই মাংস কাটার সময় চর্বি বাদ দেওয়াই ভালো। মাংসের ভেতরে যে চর্বি আছে সেটা গলাতে গরম পানিতে মাংস সিদ্ধ করে নিতে পারেন।

- রান্নার সময় মাংসের টুকরাগুলো ছোট করে কাটলে এবং মাংসে টকদই, লেবুর রস, সিরকা, পেঁপে বাটা দিয়ে মেখে রাখলে একদিকে যেমন কম সময়ে মাংস সিদ্ধ হয় তেমনি চর্বির ক্ষতিকর প্রভাব অনেকটাই কাটানো যায়।

রন্ধনশিল্পী ও গৃহিনী সাইমা সৈয়দ জানিয়েছেন ঘরে মাংস সংরক্ষণের পদ্ধতি। প্রথমেই ফ্রিজ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। কারণ দীর্ঘদিন মাংস সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজ পরিষ্কার থাকা খুবই জরুরি। ফ্রিজে আগের মাছ ও মাংসের কারণে গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। - মাংস সংরক্ষণের আগে অবশ্যই ভালোভাবে রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। ধোয়ার পর অতিরিক্ত পানি ঝরানোর জন্য বড় ঝুড়িতে রেখে দিন। মাংস থেকে পানি ঝরে গেলে পলিথিন বা প্লাস্টিকের প্যাকেটে রেখে - ভালোভাবে মুখ পেঁচিয়ে বা বন্ধ করে ফ্রিজে রাখতে হবে। - কোরবানির তিন থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত মাংস শক্ত থাকে। এই সময় মাংস ফ্রিজে না রাখাই ভালো। পরে খানিকটা নরম হলে মাংস সংরক্ষণ করতে হবে।

- ফ্রিজে সংরক্ষণের জন্য মোটা ও ভালো মানের পলিথিন বেছে নেওয়া উচিত। একেকটি মাংসের প্যাকেট রাখার সময় মাঝে মোটা কাগজের টুকরা দিয়ে রাখা যেতে পারে। এতে একটি মাংসের প্যাকেটের সঙ্গে অন্য প্যাকেট আটকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে না।

- মাংস সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই নতুন ও পরিষ্কার প্যাকেট ব্যবহার করতে হবে। পুরানো বা আগের ব্যবহৃত পলিথিন ব্যবহার করলে মাংস গন্ধ হয়ে যেতে পারে।

- ফ্রিজে মাংস রাখার পর তাপমাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। এতে মাংস তাড়াতাড়ি জমবে।

মাংস সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজের আদর্শ তাপমাত্রা সম্পর্কে ডা. সাজেদা কাশেম জ্যোতী বলেন, "এক বছর পর্যন্ত মাংস সংরক্ষণ করতে চাইলে ফ্রিজের তাপমাত্রা থাকতে হবে মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে বাসাবাড়িতে থাকা ফ্রিজগুলোতে সাধারণত এতটা ঠাণ্ডা করার সুবিধা থাকে না।"

''সেক্ষেত্রে মাইনাস চার ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মাংস রাখলে পাঁচ থেকে ছয় মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে। মাংস রাখার পর ফ্রিজ যতটা সম্ভব কম খোলার চেষ্টা করতে হবে।"

ফ্রিজ না থাকলে সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে জানিয়েছেন উম্মাহ'স কিচেনের রন্ধনশিল্পী উম্মাহ মোস্তফা।

জ্বাল দিয়ে সংরক্ষণ: এইপদ্ধতিতে মাংস সংরক্ষণ করতে চাইলে প্রথমেই মাংস ভালো ভাবে ধুয়ে নিতে হবে। পরে এক কেজি মাংসের সঙ্গে এক কেজি চর্বি, পরিমাণ মতো হলুদ ও লবণ মাখিয়ে পানি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এই মাংস দিনে অন্তত দুবার জ্বাল দিলে এক থেকে দুই মাস পর্যন্ত মাংস ভালো থাকবে।

সিরকা বা ভিনিগারে ডুবিয়ে সংরক্ষণ: প্রথমেই দুতিন কেজি মাংসে ৪ টেবিল-চামচ বিট লবণ ও ৪ টেবিল-চামচ বাদামি চিনি মাখিয়ে নিতে হবে। পরে ১ লিটার সিরকা বা ভিনিগারে মাংস পুরোপুরি ডুবানো অবস্থায় ঢেকে রেখে দিন। তবে এক বছরেরর মধ্যেই এই মাংস খেয়ে ফেলতে হবে।

পেটের সমস্যা দূর করে এই উপকরণ

অনিয়মিত খাদ্যগ্রহণ, তেল ও মশলাদার খাবার পেটের সমস্যা বৃদ্ধি করে। তাই পেটের সমস্যা দূর করতে লবঙ্গ খুই উপকারী।

এছাড়া স্ট্রেস, শরীরচর্চা না করা, মদ্যপান ইত্যাদি কারণে অম্বলের সমস্যা সৃষ্টি হয়। ওষুধপত্র সেবন করে এই সমস্যার থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

তবে এ সমস্যা দূর করার জন্য বেশ কিছু ঘরোয়া টোটকা রয়েছে। তার মধ্যে লবঙ্গ বেশ কার্যকর। আসুন জেনে নেওয়া যাক।

পেটের সমস্যা দূর করতে লবঙ্গ

ম্যাক্রোবায়োটিক নিউট্রিশনিস্ট এবং হেলথ কোচ শিল্পা আরোরার মতে, লবঙ্গ আমাদের হজম ক্ষমতা বাড়াতে এবং পুষ্টিদ্রব্য সংশ্লেষণে সাহায্য করে।

খাবারে লবঙ্গ যোগ করা হলে তা অম্বল হতে বাধা দেয়। সমপরিমাণ লবঙ্গ ও দারুচিনি খাবারে যোগ করলে উপকার পাওয়া যায়।

স্যালাইভা প্রস্তুত করতে লবঙ্গ সাহায্য করে। ফলে আমাদের হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সিদ্ধা বা আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে বুক জ্বালা দূর করতে লবঙ্গ চিবানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

যেভাবে লবঙ্গ ব্যবহার করবেন

দুই-তিনটে লবঙ্গ চিবাতে থাকুন। এর ফলে লবঙ্গের রস আপনার শরীরে প্রবেশ করবে এবং অম্বলের সমস্যা থেকে আপনি দ্রুত মুক্তি পাবেন। অম্বলের ফলে সৃষ্টি হওয়া মুখের দুর্গন্ধও দূর হয়।

লবঙ্গ খাওয়ার সহজ পদ্ধতি হল রান্নায় লবঙ্গের ব্যবহার। এর ফলে বিভিন্ন রকম পেটের সমস্যা দূর হয়। তবে দীর্ঘদিন অত্যাধিক অম্বলের সমস্যা হলে অবশ্যই চিকিতসকের পরামর্শ নেবেন।

ওজন কমানোর বাজে উপায়

কম খেয়ে বা নির্দিষ্ট কয়েকটি খাবার বাদ দেওয়া ওজন কমানোর স্বাস্থ্যকর পন্থা নয়।

ওজন কমাতে নানান রকম খাদ্যাভ্যাস যেমন- 'ফ্যাড ডায়েট', 'কুইক ফিক্স', 'ডেটক্স' ইত্যাদি কার্যকর। তবে কোনোটাই দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল দেয় না।

ওজন কমাতে ও সুস্থ থাকতে চাইলে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হবে।

অনেক সময় ওজন কমাতে খাবার তালিকা থেকে বিভিন্ন খাবার বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যা ঠিক নয়।

'ডায়েট' এবং ওজন কমানোর যে সংস্কৃতি চালু হয়েছে তা আসলে তেমন স্বাস্থ্যকর নয় সেই বিষয়ে আলোকপাত করেনে চিকিৎসার মাধ্যমে ওজন কমানোর বিশেষজ্ঞ ও পুষ্টিবিদ এবং 'হাংরি ফর মোর'-এর লেখক ডা. এড্রিয়েন ইয়ুডিম।

ক্যালিফোর্নিয়ার এই চিকিৎসক 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ''ওজন কমাতে কার্যকর 'ফ্যাড ডায়েট' ও অন্য দ্রুত সমাধানগুলো যে তথ্য দেয় তা ভুল। এখানে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলো সত্যভাবে উপস্থাপন করা হয় যা আমাদের সঠিক তথ্য থেকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।''

তিনি আরও বলেন, ''তাছাড়া, অনেক সময় এখানে অতি নিয়ন্ত্রিত ও অবাস্তব প্রত্যাশা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। যা কেবল নিজের মাঝে অপ্রাপ্তি ও অনুশোচনা সৃষ্টি করে।''

আনুষ্ঠানিকতা ভুলে নিজের প্রতি মনযোগ দেওয়া

সুস্থ থাকতে নিজের প্রতি মনোযোগ দিন। খাবার সম্পর্কে দেওয়া ভুল তথ্যের ওপর ভরসা না করে বরং স্বাস্থ্যকর খাবারের সঙ্গে সুসম্পর্কে বাড়ানো উচিত।

ইয়ুডিমের ভাষায়, "খাবারের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করুন। ক্ষুধা কি উপস্থাপন করে তা বোঝার চেষ্টা করুন। হয়ত একাকিত্ব, দুঃখিত বা হতাশা নুভব করছেন। নিজের প্রতি মনোযোগী না হলে নানারূপ আবেগিক অবস্থা দেখা দিতে পারে। আবেগের সঙ্গে নিজেকে পুষ্ট রাখতে এই তথ্যগুলো জানা প্রয়োজন।"

ইয়ুডিমের মতে, সুস্থ থাকতে পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি একটা 'সঠিক পরিবেশ' গড়ে তোলা প্রয়োজন যেন তা দৈনিক খাবার ও চলাফেরা মাধ্যমেও প্রভাবিত হয়। ফলে সুস্থ জীবন ধারা মেনে চলা অনেকটাই সহজ হবে।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে ও ওজন কমাতে ডা. এড্রিয়েন ইয়ুডিম নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করার পরামর্শ দেন।

রেফ্রিজারেটরে স্বাস্থ্যকর খাবার রাখা

সুস্বাস্থ্য অর্জনে সফল হতে রেফ্রিজারেটরে স্বাস্থ্যকর খাবার রাখা উপকারী। রেফ্রিজারেইটরে 'ফ্রোজেন' বা প্রক্রিজাত খাবার না রেখে পুষ্টিকর খাবার রাখা হলে ক্ষুধার সময় অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ঝুঁকি কমে যায়।

দুপুরের ও স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করতে সময় নিন

স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করতে রান্নাঘরে সারাদিন সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই।

স্বাস্থ্যকর খাবার তৈরি করা মানে এই নয় যে সারাদিন সময় ব্যয় করে রান্না করতে হবে। এমন অনেক খাবার আছে যা সহজেই রান্না করা যায়। এবং তা স্বাস্থ্যকরও বটে।

পর্যাপ্ত ঘুম

গবেষণায় দেখা গেছে অপর্যাপ্ত ঘুম ক্ষুধার হরমোনেকে বাড়িয়ে তোলে।

'দ্যা জার্নাল অব স্লিপ রিসার্চ'য়ে প্রকাশিত গবেষণা থেকে জানা যায়, এক রাতের ঘুমের ঘাটতি 'গ্রেলিন' নামক ক্ষুধা বর্ধক হরমোনের মাত্রা বাড়ায়।

যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্যা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল (সিডিসি)' অনুযায়ী, প্রাপ্ত বয়স্কদের সুস্থতার জন্য দৈনিক কমপক্ষে সাত ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন এবং এটা পরের দিনের ঘুম ঘুমভাবও কমায়।

নিজের প্রতি যত্নশীল হন

নিজের প্রতি যত্নশীল ও সহায় হওয়া উচিত। এটা একটা প্রক্রিয়া তবে নিজের প্রতি ভালোবাসা ও মনোযোগ থাকলে তা করা সম্ভব। 'সাইকোলজি টুডে' অনুযায়ী, ইতিবাচক মনোভাব অবচেতন মনোভাবের ওপর ফেলে। এর প্রভাব পড়ে বাহ্যিকভাবে যেমন- ওজন ও নিজের অবয়বের ওপর। 'ফ্যাড ডায়েট', 'কুইক ফিক্স', 'ডেটক্স' ইত্যাদি খাদ্যাভ্যাস ওজন কমায়। কিন্তু তা স্থায়ী নয়। তাছাড়া এভাবে চিকন হওয়া সামান্য নিয়ম ভঙ্গ করলে আর কাজে দেয় না।

স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া মানেই নিজের পছন্দের খাবারকে বাদ দেওয়া নয়।

পছন্দের খাবার পুষ্টিকর উপায়ে তৈরি করে খাওয়া শরীর ভালো রাখার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো রাখে বলে জানান, ইয়ুডিম।

ডিওয়াইএফআই কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য তুলে ধরেন। ছবি ঃ নিজস্ব

অসম : ঘোষিত উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল, কলায় ৯৮.৯৩, বিজ্ঞানে ৯৯.০৬ এবং বাণিজ্যে ৯৯.৫৭ শতাংশ উত্তীর্ণ

গুয়াহাটি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (এএইচএসইসি) পরিচালিত ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্য শাখার চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল এক সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে আজ শনিবার ঘোষণা করেছেন সংসদ কর্তৃপক্ষ। এবার বিজ্ঞানে ৯৯.০৬, কলায় ৯৮.৯৩ এবং বাণিজ্যে ৯৯.৫৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছেন। গড় পাশের হার ৯৯ শতাংশে রেকর্ড করা হয়েছে।

কোভিড অতিমারির ভয়ংকর পরিস্থিতিতে অসমে এ বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা নেননি এএইচএসইসি কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষা দফতর। মূল্যায়ন পদ্ধতিতে গৃহীত নম্বরের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত গতকাল প্রকাশ করা হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল।

এএইচএসইসি প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এ বছর, ২০২১ শিক্ষাবর্ষের উচ্চ মাধ্যমিকের কলা শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ১,৯১,৮৩৫ জন। এঁদের মধ্যে প্রথম বিভাগে ৫৮,২৪৪, দ্বিতীয় বিভাগে ৮৯,৫২০ এবং তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছেন ৪২,০২৯ জন ছাত্রছাত্রী। সর্বমোট পাশ করেছেন ১,৮৯,৭৯৩ জন। সেই হিসাবে এবার পাশের হার ৯৮.৯৩ শতাংশ।

এভাবে বিজ্ঞান শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৩৮,৪৩০ জন। তাঁদের মধ্যে প্রথম বিভাগে পাশ করেছেন ৩২,৯১৭ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪,৬০৯ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৫৪২ জন ছাত্রছাত্রী। সর্বমোট ৩৮,০৬৮ জন পাশ করেছেন। পাশের হার ৯৯.০৬ শতাংশ।

অনুরূপভাবে বাণিজ্য শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ১৮,৪৪৩ জন ছাত্রছাত্রী। এঁদের মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১,১৮৯ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৫,৪৯৭ জন এবং তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছেন ১,৬৭৮ জন। পাশ করেছেন সর্বমোট ১৮,৩৬৪ জন। পাশের হার ৯৯.৫৭ শতাংশ।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ সকাল নয়টায় অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের আটটি ওয়েবসাইটে একসঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে ফলাফল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনার ভয়াবহতার পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল করা হয়েছিল চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা। যে সকল ছাত্রছাত্রী অনলাইনে পরীক্ষার জন্য ফর্ম পূরণ করেছিলেন উন্নীত করতে মূল্যায়ন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল শিক্ষা সংসদ। ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার নীতি নির্ধারণ করতে গত ১৯ জুন দুটি কমিটি গঠন করেছিল সরকার। এগুলির একটি মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা (ম্যাট্রিক বা দশম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা) এবং অন্যটি হায়ার সেকেন্ডারি (দ্বাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা)-র পরীক্ষার্থীদের জন্য। প্রত্যেকটি কমিটিতে নয় (৯) জন করে সদস্য নিয়োগ করা হয়েছিল।

দুই কমিটিকে কিছু নিয়মাবলির সঙ্গে চূড়ান্ত পরীক্ষা ছাড়াই ছাত্রছাত্রীদের পাশ করানোর ব্যাপারে মডালিটি বা ফর্মুলা তৈরি করে কয়েকটি শর্ত বেঁধে দিয়েছিল সরকার। মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসা পরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড় অলক বুড়াগোহাইকে এবং হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় কুমার ভাস্কর বর্মা সংস্কৃত ও পুরাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দীপককুমার শর্মাকে। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের অভ্যন্তরীণ শৈক্ষিক কার্যক্রমের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে আজ চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করেছে অসম উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

ভূমিধসে অবরুদ্ধ চণ্ডীগড়-মানালি হাইওয়ে, গাড়ির ভিড়ে ব্যাপক যানজট

মান্ডি, ৩১ জুলাই (হি.স.): ভূমিধসের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল চণ্ডীগড়-মানালি ৩ নম্বর জাতীয় হাইওয়ে। শুক্রবার রাত থেকেই অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়ক। ফলে গাড়ির ভিড়ে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের মান্ডি জেলায় পান্ডহ এলাকার কাছে চণ্ডীগড়-মানালি ৩ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নেমেছে। ভূমিধসের জেরে পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে রাস্তায় জড়ো হয়েছে। মান্ডির পুলিশ সুপার শালিনী অগ্নিহোত্রী জানিয়েছেন, 'শুক্রবার রাত থেকে হাইওয়ে বন্ধ রয়েছে। পাথরের আঘাতে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির লম্বা লাইন, তাই কাটাউলা থেকে বিকল্প রুটে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে গাড়িগুলি।'

অন্যদিকে, গত ২৭ জুলাই থেকে ঘেপান চূড়ায় যে ৩ জন ট্রেকার আটকে পড়েছিলেন, তাঁরা নিরাপদে লাহাউল স্পিতি জেলার সিস্সুতে ফায়ার এসেছেন। লাহাউল-স্পিতি জেলার পুলিশ সুপার মানব বর্মা জানিয়েছেন, 'গত ২৭ জুলাই থেকে ঘেপান চূড়ায় নিখোঁজ ছিলেন ৩ জন ট্রেকার, তাঁরা নিরাপদে সিস্সুতে ফিরে এসেছেন।'

মধ্যপ্রদেশের ভিন্দে ভেঙে পড়ল জেলের দেওয়াল, ২২ জন বন্দী আহত

ভিন্দ (মধ্যপ্রদেশ), ৩১ জুলাই (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ভিন্দ কারাগারের বারাক দেওয়াল। ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়ে কমবেশি আহত হয়েছেন ২২ জন বন্দী। দেওয়াল ভেঙে পড়ায় ৬ নম্বর বারাক সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২২ জন বন্দীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সৌভাগ্যবশত প্রাণহানির কোনও ঘটনা ঘটেনি। একজন পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, জেলের বিল্ডিং ১৫০ বছরের পুরানো, গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টির কারণেই সম্ভবত বারাক দেওয়াল ভেঙে পড়েছে।

ভিন্দের পুলিশ সুপার মনোজ কুমার ঝা জানিয়েছেন, 'শনিবার সকাল ৫.১০ মিনিট নাগাদ ৬ নম্বর বারাকের দেওয়াল আচমকাই ভেঙে পড়ে। এই জেল ১৫০ বছরের পুরানো। দেওয়াল ভেঙে পড়ায় ৬ নম্বর বারাক সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২২ জন বন্দীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।' পুলিশ সূত্রের খবর, ২২ জন বন্দীর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক, তাঁকে গোয়ালিয়রের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা ভিন্দ জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দেওয়াল যখন ভেঙে পড়ে তখন ২৫৫ জন বন্দী ছিলেন কারাগারে।

৮০ বছরের বেশি বয়সি শয্যাশায়ী বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের টিকাকরণ করা হবে বাড়িতে : ফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি. স.) : এবার থেকে ৮০ বছরের বেশি বয়সি শয্যাশায়ী বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের টিকাকরণ করা হবে বাড়িতে গিয়ে। শনিবার এমনটাই ঘোষণা করেছেন পুর প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। এদিন 'ভ্যাকসিনেশন নিয়ার সেন্টার' নামে এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

ফিরহাদ হাকিম জানান, কারও বাড়িতে এমন কোনও বয়স্ক সদস্য থাকলে তাঁদের আধার কার্ড নিয়ে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করাতে হবে নিকটবর্তী পুরসভার টিকাকরণ কেন্দ্রে। 'স্পেশাল ক্যাটাগরি'তে তাঁর নাম নথিভুক্ত করবেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। পরে সুবিধা মতো এক দিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। ওই বাড়ির প্রত্যেক সদস্যের ভ্যাকসিন নেওয়া হয়ে গেলে তবেই স্বাস্থ্যকর্মীরা যাবেন বলে জানিয়েছেন ফিরহাদ। তিনি জানিয়েছেন, একটি ভায়ালে অনেক সময় কয়েকটি ডোজ ভ্যাকসিন পড়ে থাকে দিনের শেষে। সে রকম অবশিষ্ট ডোজ থাকলে, সন্ধের দিকে ওই ভায়াল নিয়ে বয়স্ক ব্যক্তির বাড়িতে যাবেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। আগে ফোন করে তবেই যাওয়া হবে বাড়িতে। তবে শয্যাশায়ী বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার বয়স যদি ৮০-র কম হয়, সে ক্ষেত্রে কী করা হবে, তা জানানো হয়নি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পেগাসাস নিয়ে আলোচনা না হলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থার পথে বিরোধীরা

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.) : পেগাসাস কাণ্ডকে কেন্দ্র যতই লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করছে, ততই চেপে ধরতে চাইছে বিরোধীরা। সংসদে বাকি সব বিষয় আপাতত বাদ রেখে, আগে পেগাসাস নিয়ে আলোচনা করতে চাইছে বিরোধীরা। এই দাবি মানা না হলে, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডুর বিরুদ্ধে অনাস্থার পথে হাঁটতে চলেছে, কংগ্রেস, তৃণমূল সহ অন্যান্যরা।

বাদল অধিবেশনের প্রথম দুটো সপ্তাহ কার্যত ভেস্তেই গেছে। বিরোধীরা পেগাসাস কাণ্ড নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছিল, রাজি হয়নি সরকার। বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এ নিয়ে প্রবল অসন্তোষ প্রকাশ করলেও সংসদ মুলতুবির রাস্তা থেকে পিছু হাঁটছে না বিরোধীরা। দাবি, সব কিছু ছেড়ে আগে পেগাসাস নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

বিরোধীদের স্ট্র্যাটেজি কী হবে তা নির্ধারণের জন্য এদিন তৃণমূলের পক্ষ থেকে ছিলেন সুখেন্দুশেখর রায় এবং সৌগত রায়। বৈঠক চলছিল কংগ্রেস নেতা মল্লিকারজুন খাড়গের সংসদ কক্ষে। বৈঠকের পর সুখেন্দুশেখর জানিয়েছেন, "সব দল মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আগামী সপ্তাহেও রাজ্যসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনা হবে। যাতে পেগাসাস নিয়ে আলোচনা করা যায়।" শুধু রাজ্যসভা নয়, লোকসভাতেও মুলতুবি প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধীরা। তাদের দাবি, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পেগাসাস কাণ্ড নিয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে দীর্ঘ ১২ দিন পর বাংলাবান্ধায় পন্য আমদানি-রফতানি শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,৩১ জুলাই।। স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দীর্ঘ ১২ দিন বন্ধ থাকার পর বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি-রফতানি শুরু হয়েছে। শনিবার (৩১ জুলাই) সকালে গম এবং পাথরবাহী কয়েকটি ট্রাক বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর আমদানি-রফতানিকারক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক কুদরত-ই-খুদা মিলন বলেন, ঈদুল আযহা উপলক্ষে সিঅ্যান্ডএফ, আমদানি রফতানিকারক, ব্যাবসায়ীসহ উভয় দেশের বন্দর সংশ্লিষ্টদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ১৯ থেকে ৩০ জুলাই আমদানি রফতানি বন্ধ ছিল। শনিবার সকাল থেকে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পুনরায় কার্যক্রম চালু হয়েছে। এ স্থলবন্দর দিয়ে ভারত ছাড়াও নেপাল এবং ভুটান থেকে পণ্য আমদানি শুরু হয়েছে।

রাজৌরিতে উদ্ধার আইইডি, নিষ্ক্রিয় করল বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াড

জম্মু, ৩১ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় সন্দেহজনক ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) উদ্ধার করল সুরক্ষা বাহিনী। শনিবার সকালে পুঞ্চ-রাজৌরি-জম্মুর হাইওয়ের ধারে সন্দেহজনক আইইডি পড়ে থাকতে দেখা যায়, তৎক্ষণাৎ ওই এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিস্পোজাল স্কোয়াডকে, তাঁরা এসে ওই আইইডি নিষ্ক্রিয় করেন।জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পাওয়ার পর এদিন সকালে রাজৌরি জেলা সদরের কাছে বাথুনি এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় পুঞ্চ-রাজৌরি-জম্মু হাইওয়ে। রাজৌরি শহরের বাথুনি ও ডালোগ্রা গ্রামের মাঝে সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পাওয়া যায়। সেই তল্লাশির সময়ই হাইওয়ের ধার থেকে উদ্ধার হয় আইইডি।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পানিপতে ৩ জনের মৃত্যু বাস-ট্রাক সংঘর্ষে, আহত ১৩

পানিপত, ৩১ জুলাই (হি.স.): হরিয়ানার পানিপতে যাত্রীবোঝাই বাসের পিছনে ধাক্কা মারল নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি ট্রাক। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের এবং ১৩ জন আহত হয়েছেন। হতাহতরা সকলেই পেশায় শ্রমিক। শনিবার সকাল ৬.১৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পানিপতের খাদি আশ্রমের কাছে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রের খবর, উত্তর প্রদেশের আজমগড় থেকে পঞ্জাবের পাটিয়ালা অভিমুখে যাচ্ছিল একটি বেসরকারি বাস। বাসের সকলেই পেশায় শ্রমিক, খাদি আশ্রমের কাছে কয়েকজন নামানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিল বাসটি। তখনই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসের পিছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দুর্ঘটনাস্থলে যান ডেপুটি কমিশনার সুশীল কুমার সর্বনও। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ৮ জনকে রোহতকের পিজিআই হাসপাতালের রেফার করা হয়। মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ পবন কুমার জানিয়েছেন, ১৬ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৮ জনকে রোহতকের পিজিআই হাসপাতালের রেফার করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী থাকতে চাইছেন বলেই উপনির্বাচনে তাড়া দিচ্ছেন, মমতাকে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি.স.) : মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজের মুখ্যমন্ত্রিত্ব পদ ধরে রাখার জন্যই উপনির্বাচন নিয়ে তাড়া দিচ্ছেন। রাজ্যে নাকি কোভিড চলে গিয়েছে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী অথচ লোকাল ট্রেন চালাতে পারছেন না। এমনই সুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বলছেন রাজ্যে নাকি কোভিড চলে গিয়েছে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী অথচ লোকাল ট্রেন চালাতে পারছেন না। এখনই ঘোষণা করে দেওয়া হোক উপনির্বাচনের দিনক্ষণ। আসলে উনি মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে চান তাই তাড়াতাড়ি করে উপনির্বাচন করাতে চাইছেন। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজের মুখ্যমন্ত্রিত্ব পদ ধরে রাখার জন্যই উপনির্বাচন নিয়ে তাড়া দিচ্ছেন। উপনির্বাচন তো হওয়া উচিত বলেই মনে করি। তা যথাসময়ে হবে। উপনির্বাচন নিয়ে তাড়া দেওয়ার কিছু হয়নি। বাংলায় এখনও লকডাউন জারি রয়েছে। আর দুবছর ধরে রাজ্যে পুরসভাগুলির ভোট হয় না। সেগুলো নিয়ে ভাবুক উনি। আসলে নিজে মুখ্যমন্ত্রী থাকতে চাইছেন বলেই উপনির্বাচন করিয়ে নিতে চাইছেন। আর কোভিড সংক্রমণ নেই বলছেন যখন তাহলে সব খুলে দিক। লকডাউন তুলে দিক।" প্রসঙ্গত, রাজ্যে ৭ টি বিধানসভা

কেন্দ্রে উপনির্বাচন বাকি রয়েছে। ভবানীপুর থেকে ভোটে দাঁড়াবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এর পাশাপাশি খড়দহ, জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ, গোসাবা, দিনহাটা এবং শান্তিপুরেও উপনির্বাচন হবে। নন্দীগ্রামে একউসের বইদানসভা ভোটে মেগা লড়াইয়ে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। আর তাই সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকতে গেলে মমতা ব্যানার্জি ৬ মাসের মধ্যে জিতে আসতে হবে বিধানসভায়। তাই উপনির্বাচন নিয়ে তাড়া দিচ্ছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। আর দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারীরা উপনির্বাচন নিয়ে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করছেন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী সহ ছয় শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর মিজোরাম পুলিশের

আইজল, ৩১ জুলাই (হি.স.) : আন্তঃরাজ্য সীমা বিবাদকে কেন্দ্র করে গত ২৬ জুলাই সংগঠিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং প্রশাসনিক ছয় শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে মিজোরাম পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে হত্যা এবং আক্রমণের প্রচেষ্টার অভিযোগ তুলে ক্রিমিনাল কেস রুজু হয়েছে ভাইরেংটি থানায়।

অসম-মিজোরাম সীমান্তের লাইলাপুরে সংগঠিত সংঘর্ষে অসমের ছয় পুলিশকর্মী এবং একজন সাধারণ নাগরিক (অসমের বাসিন্দা)-এর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ৪২ জন পুলিশ জওয়ান সহ প্রায় ৮০ জন আহত হয়েছেন। এর পর থেকে প্রতিবেশী দুই রাজ্য রণংদেহী রূপ ধারণ করে সেদিনের ঘটনার জন্য পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করছে। গত ২৯ জুলাই অসম সরকার রাজ্যের মানুষকে মিজোরামে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। ওই দিনই দক্ষিণ অসমের লায়লাপুরে আন্তঃরাজ্য সীমান্তে অসম পুলিশের ওপর 'গুলি চালিয়ে হত্যা' করতে প্রকাশ্যে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে মিজোরামের সাংসদ কে ভানলালভেনার বিরুদ্ধে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অসমের সিআইডি সহ সাধারণ পুলিশের উচ্চপদস্থ এক দল দিল্লি ছুটে গেছে। এছাড়া একটি 'পিকচার গ্যালারি' প্রচার করা হয়েছে। গ্যালারিতে সেদিনের ঘটনা সংবলিত মিজোরাম পুলিশ কর্মী এবং ওই রাজ্যের স্থানীয় বাসিন্দা, যারা অসম পুলিশ এবং অসমের নাগরিকদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল তাদের ছবি রয়েছে। অসম সরকার কর্তৃক গৃহীত এই সব কড়া পদক্ষেপের পরই মিজোরাম সরকার অতি-প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং শীর্ষ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করেছে।

জানা গেছে, মিজোরামের ভাইরেংটি থানার ইনস্পেক্টর এইচ লালচাওইমাওয়া গতকাল রাতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অসম পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল (আইজিপি) অনুরাগ আগরওয়ালা, ডিআইজি দেবজ্যোতি মুখার্জি, কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি, কাছাড়ের (সদ্যপ্রাক্তন) পুলিশ বৈভব চন্দ্রকান্ত নিম্বালকার, ডিএফও সানিদেও চৌধারী, ধলাই থানার ওসি সাহাবউদ্দিন বড়ভুইয়াঁ এবং অজ্ঞাত ২০০ পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল করেছেন।

খবরে প্রকাশ, মিজোরামের ভাইরেংটি জেলায় প্রবেশ করার অভিযোগ তুলে কোভিড প্রটোকল ভঙ্গ এবং মিজোরাম কন্টেনমেন্ট অ্যান্ড প্রিভেনশন অব কোভিড-১৯ অ্যাক্ট ২০২০ সহ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে দাখিল করা হয়েছে এই এফআইআর। সে অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ অন্যান্য অভিযুক্তকে আগামী ১ আগস্ট ভাইরেংটি থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৬ জুলাই সংগঠিত ঘটনা সম্পর্কে কাছাড়ের ধলাই থানায় মিজোরামের কলাশিব জেলার পুলিশ সুপার, জেলাশাসক সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ২৩৬/২১ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০ (বি), ৪৪৭, ৩৩৬, ৩৭৯, ৩৩৩, ৩০৭, ৩০২ এবং আর্মস অ্যাক্ট ও ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধে সরকারি সম্পত্তি আইন, ১৯৮৪-এর ২৫ (১-এ) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ২৮ জুলাই অভিযুক্তদের কাছে অসম পুলিশের তরফ থেকে ২ আগস্টের মধ্যে ধলাই (অসম) থানায় হাজির হতে সমন পাঠানো হয়েছিল।

বৃষ্টির দাপট কমায় স্বস্তি, এখনও জলমগ্ন বাকুঁড়ার বিস্তীর্ন এলাকা

বাঁকুড়া, ৩১ জুলাই (হি. স.) : বৃষ্টির দাপট কমায় স্বস্তিতে বাঁকুড়ার জেলাবাসী। এখনও, জলবন্দি বহু এলাকা। সেই সব এলাকায় ত্রানশিবির খোলা হয়েছে। এদিকে দেওয়াল চাপা পড়ে ফের গতকাল একজনের মৃত্যু হয়েছে।এনিয়ে মৃতের সংখ্যা দুই এ দাঁড়ালো। শনিবার বাঁকুড়ায় নতুন করে ভারী বৃষ্টি না হলেও এদিন বিকেল সাড়ে ৩ টার পর থেকে ফের ঝিমঝিম করে বৃষ্টি হতে শুরু করেছে। একটানা দুদিনের ভারী বৃষ্টির ফলে আতঙ্কে ছিলেন বহু গ্রামের বাসিন্দারা। জেলার প্রায় সবকটি নদীতে জল বইছে বিপদ সীমার উপর দিয়ে। দ্বারকেশ্বর নদের জল বিপদসীমা অতিক্রম করে উপচে পড়ছে। দামোদর নদের দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমান দুপুরের পর থেকে কমানো হয়েছে।এদিন সকাল ৫টায় ১,২৩,৫৭৫ কিউসেক, ৮টায় ১,২৮,৭৭৫, ৯টায় ১,৩০,৮৭৫ কিউসেক জল ছাড়া হলেও দুপুরে তা কমানো হয়। বেলা ১টায় ১,১৯,৭৭৫ কিউসেক জল ছাড়া হয়। দামোদর নদ সংলগ্ন সোনামুখীর সমিতিমানা গ্রামে পাড় ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে যায়। বড়জোড়ার পল্লিশ্রী মানা, রামকৃষ্ণ মানা ইত্যাদি জনপদগুলিও জলমগ্ন হয়ে পড়ায় প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। বেশ কয়েকটি ত্রাণ শিবিরও খোলা হয়েছে।

তালডাংরার জয়পন্ডা নদীর জল ঢুকে যায় কলিগ্রামে। অন্যদিকে এই জয়পন্ডা নদীরই বাঁশগেড়িয়া ঘাটে ভেসে আসা এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে উদ্ধার করে তালডাংরা থানার পুলিশ। কোতুলপুরের মদনমোহন পুরের কাছে জলের স্রোতে দ্বারকেশ্বর নদের পাড় ভাঙতে শুরু হলে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই একটানা বৃষ্টিতে ৩ দিন বিদ্যুৎ না থাকায় কোতুলপুরের গোয়ারপাড়ায় গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। ইন্দাসের শান্তাশ্রমের দেবখালে জল উপচে পড়েছে। এতে সংলগ্ন এলাকায় জল ঢুকে পড়েছে। ডুবে গেছে বহু রাস্তঘাট। করিশুন্ডা,পাহাড়পুর,গোবিন্দপুর সহ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা যাতায়াতের সমস্যায় পড়েছেন। ইন্দাসের বহু এলাকায় প্রশাসনের পক্ষে সতর্কবার্তা মাইকে করে প্রচার করতেও শোনা যায়।

জেলার বহু জোড় ও খাল গুলিতেও জল উপচে পড়ায় গ্রামেও জল ঢুকে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। জেলা সদরের বাঁকুড়া ১ নাম্বার ব্লক এবং ওন্দা,কোতুলপুর, জয়পুর এই ৪ ব্লক জুড়ে বাড়তি সতর্কতা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। এবং এই ৪ ব্লকে কন্টোলরুম খুলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৈরি রয়েছে ব্লক প্রশাসন। জেলার বিভিন্ন কজওয়েগুলি জলের তলায় ফলে যাতায়াতের সমস্যায় পড়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার্পুলিন ও খাদ্যসামগ্রী বিতরন করা হয়। পাশাপাশি, শিলাবতী,কংসাবতী এবং বাঁকুড়া শহরের গন্ধেশ্বরীও ফুঁসছে। জয়পুর ও কোতুলপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কোতুলপুরের অবস্থা ভয়বহ। জেলায় বহু চাষের জমি জলের ডুবে গিয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে জেলায় মোট ১৬ টি ত্রান শিবির চালু কৰা হয়েছে।গতকাল সিমলাপালে এক ব্যাক্তি দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায়,বিকালে সোনামুখী র সিদ্ধান্তডাঙ্গা গ্রামে লখিন্দর সরেন নামে এক ব্যাক্তি দেওয়াল চাপা পড়ে মারা যায়।

'এক দেশ, এক রেশন কার্ড', পূর্ণ প্রস্তুতি পশ্চিমবঙ্গেও

কলকাতা, ৩১ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গেও চালু হয়ে গেল 'এক দেশ, এক রেশন কার্ড'ব্যবস্থা। সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট দেশজুড়ে 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' চালু করার নির্দেশ দিয়েছে। তার জন্য আধারের সঙ্গে রেশন কার্ডের সংযুক্তিকরণ জরুরি। রাজ্য সরকার আগে থেকেই এই কাজ শুরু করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আধার ও রেশন কার্ড সংযুক্তিকরণ সারা হয়ে গেলে ভুয়ো রেশন কার্ডের সমস্যারও বহুলাংশে সমাধান হবে। তাই দ্রুত এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে খাদ্য দফতর। রাজ্য সরকারের নির্দেশে বলে দেওয়া হয়েছে, যাঁদের রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড যুক্ত করা আছে, তাঁরা যে কোনও রেশন দোকান থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে রেশন তোলার সময় আধার ভিত্তিক যে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে হবে। সোজা কথায়, আঙুলের ছাপ দিয়ে কার্ডের বিষয়ে সত্যতা প্রমাণ করতে হবে রেশন নিতে গেলে।

নবান্নের তরফ থেকে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, যে সমস্ত অস্থায়ী পেশার মানুষ, সোজা কথায় পরিযায়ী শ্রমিকরা রয়েছেন, তাঁরা যাতে সহজে দেশের যে কোনও রেশন দোকান থেকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে পারেন, সেই জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা হল। নিজের রেশনকার্ড যদি সঠিক তালিকাভুক্ত থাকে, তা হলে দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে রেশন পাবেন এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ। রাজ্যের কোনও বাসিন্দা এখন থেকে ভিন রাজ্যে গেলেও তাঁর প্রাপ্য রেশন পাবেন। আবার ভিন রাজ্যের কেউ যদি এ রাজ্যে আসেন, তিনিও একইভাবে যাতে রেশনে খাদ্যসামগ্রী পেতে পারেন, তার জন্য পুরো ব্যবস্থাই অনলাইনে করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণের কাজ প্রায় শেষ। এবার তাই 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' চালু করল রাজ্য সরকার।

খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের তরফে সমস্ত রেশন ডিলারদের জানিয়ে দেওয়া হয়, রেশন দেওয়ার গোটা প্রক্রিয়াটাই অনলাইনে নথিভুক্ত হবে 'ই-পস' যন্ত্রের সাহায্যে, আধারযুক্ত বায়োমেট্রিক ব্যবস্থায়। যাতে রেশন নেওয়ার সমস্ত তথ্য অনলাইন সার্ভারে জমা থাকে। সেই তথ্যের সাহায্যেই রাজ্যের বাসিন্দারা ভিন রাজ্যে গেলে এ রাজ্যে ইস্যু হওয়া রেশন কার্ড দিলেই সেখানকার রেশন ডিলারের কাছ থেকে রেশন পেতে পারবেন। ভিন রাজ্য থেকে এ রাজ্যে এলে একই ব্যবস্থা হবে বলে জানিয়েছে খাদ্য দফতর। বস্তুত, পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আর রেশন পাওয়া নিয়ে কোনও সমস্যা থাকবে না। যে রাজ্যেই তাঁরা কাজে যান না কেন, সেখানেই রেশন মিলবে। এদিন খাদ্য দফতর নির্দেশিকায় জানিয়েছে, রেশন ডিলাররা প্রতিটি কাজের দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ই-পস যন্ত্র খোলা রাখবেন। তবে তাঁদের প্রতিদিন তথ্য ডাউনলোড করতে হবে না। কারণ যাবতীয় তথ্য অনলাইন সার্ভারে থাকবে। একইসঙ্গে দপ্তর জানিয়েছে, ৩১ আগস্টের মধ্যে সমস্ত গ্রাহক যেন তাঁদের রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্ত করে নেন। ভিন রাজ্যের রেশন কার্ডযুক্ত গ্রাহকরা এ রাজ্যে এলে নিয়ম অনুযায়ী তিনি তাঁর প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রীর ৫০ শতাংশ পাবেন। বাকি খাদ্য সামগ্রী যদি তাঁর পরিবার সেই রাজ্য থেকে না নেন, তাহলে তা এক সপ্তাহ পরে তিনি ফের নিতে পারবেন। খাদ্য দফতর সূত্রে খবর, রাজ্যে এখন প্রায় ১০ কোটি ৩০ লক্ষ গ্রাহক রয়েছেন। এই সমস্ত গ্রাহকের রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সেই কাজে গতি আনতে আগেই বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার। জানানো হয়েছিল, যাঁদের সংযুক্তিকরণের কাজ হয়নি, তাঁদের জন্য জুলাই ও আগস্ট মাসে সমীক্ষকরা বাড়ি বাড়ি যাবেন। এছাড়াও রেশন দোকানে গিয়েও এই কাজ করা যাবে। সেখানেও কোনও কারণে করা সম্ভব না হলে পাড়ায় বা এলাকার স্কুলে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিবির করা হবে। প্রয়োজনে পঞ্চায়েত বা ওয়ার্ড অফিসেও শিবির করা হবে। সেখানে গিয়ে যেন রেশন-আধার সংযুক্তিকরণ অতি অবশ্য করে নেওয়া হয়, যাতে রেশন পাওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও সমস্যা না থাকে।

দেশে মোট সংক্রমণ ৩.১৬-কোটির বেশি ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু ৬০০ ছুঁইছুঁই

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ভারতে কিছুটা কমল দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা, তবে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ৬৪৯ জন। গত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৫৯৩ জনের। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৭,২৯১ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৩৭ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৪,০৮,৯২০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩,৭৬৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,৭৬,৩১৫।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪১,৬৪৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ১৬ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৯৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৩,৭৬৫ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.২৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৪৬.১৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৬,১৫,১৮,৪৭৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৫২,৯৯,০৩৬ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৯৩ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২৩,৮১০ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা আরও বাড়ল, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৭,২৯১ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,০৭,৮১,২৬৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৩৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪৬ কোটি ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৭৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৪৬.১৫ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৪৬,১৫,১৮,৪৭৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারা দিনে) দেশে টিকা দেওয়া হয়েছে ৫২,৯৯,০৩৬ জনকে।

ভারতে ৪৬.৬৪-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩০ জুলাই সারা দিনে ভারতে ১৭,৭৬,৩১৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৬,৬৪,২৭,০৩৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৭৬,৩১৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ৬৪৯ জন।

বিচারক খুনের তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিল ঝাড়খন্ড সরকাব

রাঁচি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : ঝাড়খন্ডের অতিরিক্ত জেলা বিচারক (এডিজি) উত্তম আনন্দের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঝাড়খন্ড সরকার। জানা গেছে, ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে দিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত করার কথা বলেছেন। মৃত বিচারপতির মৃত্যুর সিবিআই তদন্ত আগেই দাবি করেছিলেন পরিবারের লোকজন। তাঁদের অভিযোগ, প্রকাশ্য দিবালোকে ছক কষে খুন করা হয়েছে উত্তম আনন্দকে। এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

ঝাড়খন্ডের হাজারিবাগ জেলার শিবপুরী এলাকার বাসিন্দা তাঁর পরিবার এমন দাবিই জানিয়েছিল। তারপর শনিবার জানা গেল শেষমেশ তাঁদের ইচ্ছাই পূরণ হচ্ছে। গত বুধবার প্রাতঃভ্রমণে বেরন উত্তম আনন্দ। তখনই পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ধানবাদে তিনি রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটছেন, পিছন থেকে একটি টেম্পো গতিমুখ বদলে ছুটে এসে তাঁকে ধাক্কা মেরে চলে গেল। প্রথমে ভাবা হচ্ছিল এটা নিছক দুর্ঘটনা। কিন্তু পরে ক্রমশঃ সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে।

প্রাথমিক ধারণা হল, কোনও মাফিয়া চক্র প্রতিশোধ নিতেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। সম্প্রতি একটি মামলায় দুই গ্যাংস্টারের জামিন নাকচ করেছিলেন বিচারক আনন্দ। অনেকের সন্দেহ, সেই রাগেই বিচারকের উপর হামলা চালিয়েছে সমাজবিরোধীরা। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। প্রয়াত বিচারক আনন্দের বাবা সদানন্দ প্রসাদ, ভাই শম্ভু সুমন, উভয়েই হাজারিবাগের আইনজীবী। আনন্দকে ধাক্কা মেরে ছুটে পালিয়ে যাওয়া টেম্পোটিকে ঘটনার দিন রাতেই গিরিডি জেলা থেকে উদ্ধার করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভবঘুরেদের টিকাকরণে প্রাধান্য দিতে রাজ্যগুলিকে সতর্ক করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : সময় থাকতেই করোনার তৃতীয় ঢেউ নিয়ে সতর্ক করে দ্রুত সম্ভব টিকাকরণ সেরে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই পরামর্শ মেনেই এবার আশ্রয়হীন এবং ভবঘুরেদের টিকাকরণে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার। সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বলা হয়েছে, আশ্রয়হীন এবং ভবঘুরেদের টিকাকরণকে প্রাধান্য দিতে হবে।

এর আগে, গত ৬ মে একটি নির্দেশিকায় ভিক্ষুক, ভবঘুরে এবং বিভিন্ন পুনর্বাসনকেন্দ্রে আশ্রিত মানুষদের টিকাকরণে জোর দিতে বলেছিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। ফের একবার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, কেন্দ্র জানিয়েছে, টিকা নেওয়ার জন্য কোউইন অ্যাপে নাম নথিভুক্ত করার উপায় নেই অনেকেরই। প্রয়োজনীয় পরিচয়পত্রও নেই। তাই রাজ্য সরকারকেই উদ্যোগী হতে হবে।

এ নিয়ে কোনও রকম সমস্যা দেখা দিলে, কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন বিভাগে জানানোর কথা বলা হয়েছে, যাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সহযোগিতায় আশ্রয়হীন, ভবঘুরে এবং ভিক্ষুকদের সার্বিক টিকাকরণের আওতায় আনা যায়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা নেওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের প্রতি নেতিবাচক ভাবমূর্তি বদলে দিন আইপিএস-দের বললেন মোদী

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): পুলিশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি কিছুটা উন্নতি হয়েছে কোভিড পরিস্থিতিতে। তবে বিষয়টি সেখানেই গিয়ে ঠেকেছে যেখানে আগে ছিল। শনিবার প্রোবেশনে থাকা আইপিএস অফিসারদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে এই কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী বলেন, পুলিশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি এবার বদলে দিন। এ বছরের ব্যাচের উপর বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে বলেও এদিন উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। দিল্লির সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমি থেকে প্রোবেশনে থাকা আইপিএস অফিসারদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি বলেন, "এ বছরের আইপিএস প্রবেশনারিরা ২৫ বছরের বিশেষ মিশনে রয়েছেন। দেশে পুলিশ সার্ভিসকে ২০৪৭ সালের মধ্যে বদলে পরিকাঠামোগত বদল আনার দায়িত্ব আপনাদের উপরেই। ২০৪৭ সালে আমাদের দেশের ১০০ বছর হতে হতে যাতে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধতা বাড়ে পুলিশের।" পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রী নতুন অফিসারদের মনে করিয়ে দেন যে পুলিশকে নিয়ে এখনও দেশের মানুষের মনে নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে তিনি পরামর্শ দেন।

পুলওয়ামা-এনকাউন্টারে দুই জৈইশ জঙ্গির মৃত্যু

শ্রীনগর, ৩১ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় এনকাউন্টারে নিকেশ হল দুই সন্ত্রাসবাদী। শনিবার সকালে পুলওয়ামা জেলার দাচিগাম অরণ্যের সাধারণ এলাকা, নামিবিয়ান ও মারসারের মাঝে গুলির লড়াই শুরু হয়। সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে দু"জন জৈইশ-ই-মহম্মদ সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে একজনের নাম-কুখ্যাত জঙ্গি মহম্মদ ইসমাল আলভি ওরফে লাম্বু ওরফে আদনান। মাসুদ আজহারের পরিবারের সঙ্গে এই জঙ্গির সম্পর্ক রয়েছে।

অসহায় মহিলার পাশে বন্ধুর নাম সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১শে জুলাই।। 'সেবাই পরম ধর্ম ' এই স্লোগানকে সামনে রেখে এক অসহায় মহিলাকে ঘর তৈরীর জন্য টিন দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন "বন্ধুর নাম সুদীপ' টিমের অনুগামীরা। উল্লেখ্য একটানা বেশ কয়েক দিনের ঝড়-বৃষ্টিতে উদয়পুর ৩০ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৩০/১৯ নং বুথের বাসিন্দা শেফালী দেবনাথ নামে এক অসহায় মহিলার একমাত্র বসতবাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্থিক অনটনের ফলে ওই অসহায় মহিলার সাধ্য হয়নি পুনরায় ঘর নির্মাণ করা বা মেরামত করা।। ফলে অনেকদিন ধরে খুব দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত হচ্ছিল শেফালী দেবনাথ ও তার পরিবারের স্বাভাবিক জীবন। আর এই খবর গোমতী জেলা পরিষদের সদস্য অর্থাৎ 'বন্ধুর নাম সুদীপ' টিমের ঘনিষ্ঠ অনুগামী টিটন পালের কাছে পৌঁছতেই ওই অসহায় মহিলার বাড়িতে গিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন 'বন্ধুর নাম সুদীপ' টিমের অনুগামীরা। টিন দেন ঘর তৈরি করার জন্য। অন্যদিকে সাহায্য পেয়ে খুশি শেফালী দেবনাথ ও তার পরিবার।

ঋষ্যমুখে

● প্রথম পাতার পর

ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে সাহায্যের আশ্বাস দেন।

পুলিশ এই ঘটনায় একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজ শুরু করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় দূর্ঘটনায় মৃত্যু সেনা জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ জুলাই।। তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে পথ দুর্ঘটনায় মৃত যুবকের ময়নাতদন্ত সঠিক সময়ে হলো না। তাতে মৃতের পরিবার পরিজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসকদের মতঘ মতভেদ লেগেই রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল এলাকায় বাইক ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মণিপুরে কর্মরত জওয়ান অর্জুন তাঁতির মৃত্যু হয়। অর্জুন তাঁতির ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা ছিল তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে শনিবার সকালে। এর জন্য মৃত অর্জুন তাঁতির পরিবারের লোক জনেরা শনিবার সাত-সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে অপেক্ষা করতে থাকে।অভিযোগ চিকিৎসক সৌমেন দাস ময়না তদন্ত করার কথা থাকলেও তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কোন কিছু না জানিয়ে আচমকাই আগরতলায় চলে যান।

এ নিয়ে হাসপাতালে অপেক্ষারত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মৃত জওয়ান অর্জুন তাঁতির পরিবারের লোকজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়। একটা সময় পরিবারের লোকজনদের মধ্যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হতে শুরু করে। ওই সময় হাসপাতালে এম.ও.আই.সি চিকিৎসক অজিত দেববর্মাকে গোটা হাসপাতাল চত্বরে খোঁজ করেও পাওয়া যায়নি। পরে চিকিৎসক সুরজিৎ দাস মৃত অর্জুন তাঁতির মৃতদেহটি ময়নাতদন্ত করে পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেন।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক সুরজিৎ দাস অভিযোগ করে জানান,,, হাসপাতালের এম.ও.আই.সি অজিত দেববর্মা প্রায়শই হাসপাতালে আসেন না। অপরদিকে চিকিৎসক সৌমেন দাস শনিবার অর্জুন তাঁতির মৃতদেহের ময়না তদন্ত করার কথা থাকলেও সকাল থেকেই উনার ফোন বন্ধ। তবে জানা গেছে উনি নাকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে আগরতলায় চলে গেছেনন অপরদিকে নিহত অর্জুন তাঁতির বাবা অভিযোগ করে জানান, শুক্রবার ঘটে যাওয়া পথদুর্ঘটনায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গাড়ির চালক বি.সি প্রধানকে শুক্রবার রাতেই তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মূলে ছেড়ে দেয়।শনিবার ভারতীয় সেনা-বাহিনীর মৃত জওয়ান অর্জুন তাঁতির ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় এবং ভারতীয় জনতা পার্টির তেলিয়ামুড়া যুব মোর্চা মন্ডলের পক্ষ থেকে।স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ান হওয়ার সুবাদেই কি কোন মৃত্যু হলে আসামির ছাড় পাওয়া যায়? যদিও এই পথ দুর্ঘটনায় যার মৃত্যু হয়েছে সেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর আর্টিলারি রেজিমেন্টের একজন জওয়ান।

টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জুলাই।। নিজেদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামাজিক কাজেও নিজেদের নিয়োজিত রাখে টি.এস.আর জওয়ানরা। এরই অংশ হিসেবে ১৩ তম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। শনিবার প্রথম ব্যাটেলিয়ান টিএসআর এর গোকুলনগর স্থিত হেড কোয়াটারে আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি সৌমিত্র ধর আইপিএস, প্রথম ব্যাটেলিয়ান টি.এস.আর এর কমান্ডেন্ট অমরজিৎ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিন ফিতা কেটে এবং বৃক্ষ রোপন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ডিআইজি সৌমিত্র ধর। এদিনের এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে টিএসআর প্রথম ব্যাটিলিয়নের কমান্ডেন্ট অমরজিৎ দেববর্মা জানান, টিএসআর প্রথম ব্যাটেলিয়ান তাদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বরাবরই বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি পালন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে ১৩ তম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে শনিবার। তাছাড়া তিনি আরো জানান গতবছর লকডাউনের সময় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর আত্মীয় পরিজনদের প্রত্যেকদিন খাবারের ব্যবস্থা করেছেন তারা। পাশাপাশি রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে বৃক্ষরোপণ সহ নানান কর্মসূচি তারা সারাবছর পালন করে থাকেন।এছাড়া এদিনের এই রক্তদান শিবিরে নায়েক সুবেদার অঞ্জন মজুমদার ২৪ তম বার রক্ত দান করেছেন। টিএসআর জওয়ানদের এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানায় সমাজ সচেতন মহল।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ জুলাই।। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। দুজন কৃতি ছাত্র ও একজন কৃতি ছাত্রী ৫০০ তে ৫০০ নম্বর পেয়েছে। তাদের এই সাফল্যে খুশি তাদের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অভিভাবকরা।ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২১ এর ফল প্রকাশিত হয় শনিবার। ফল প্রকাশের পর জানা যায় বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দুজন ছাত্র সাগর দাস ও অমর দাস এবং একজন ছাত্রী পূজা দাস মোট ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৫০০ নম্বর পেয়েছে। একই স্কুলের ছাত্র এমডি আব্দুল ৪৯৪ এবং আরেক ছাত্রী ৪৯৭ নম্বর পেয়েছে। এবছর মোট ১০৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে। এর মধ্যে ৫০ জন ছাত্র এবং ৫৫ জন ছাত্রী। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ৫০০ নম্বর অর্জন করা ছাত্র ছাত্রীরা জানায় তারা তাদের প্রত্যাশিত ফলাফলই পেয়েছে। তাদের ইচ্ছা বড় হয়ে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে, কেউ ডাক্তার হবে, কারোর আবার জজ্ঞঞ্ছ অফিসার হওয়ার ইচ্ছা।অপরদিকে আমরা যখন তাদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলি তারা তাদের সন্তানদের কথা বলতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে চোখের জল ফেলে দেয়। তারা জানায় সাংসারিক অভাব অনটনের মধ্যে দিয়ে অনেক কষ্ট করে তাদের সন্তানদের লেখা পড়ার খরচ সামলাচ্ছে তারা। গৃহ শিক্ষকদের অনেক সহায়তা পেয়েছেন উনাদের সন্তানরা। সবার সহযোগিতায় এই সাফল্য এসেছে বলেও জানায় ছাত্রদের অভিভাবকরা।এবছর করোণা মহামারীর জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ মাধ্যমিক পরীক্ষা নেয়নি। প্রীবোর্ড পরীক্ষা সহ স্কুল পরিচালিত অন্যান্য পরীক্ষাগুলোর নম্বরের উপর বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীদের নাম্বার প্রদান করেছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ১০০ নম্বর অর্জন নিয়ে রীতিমতো সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে অভিজ্ঞ মহল। অপর দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি তারা তাদের প্রত্যাশিত নম্বরই পেয়েছে। যদিও এ বছর কোন টপার লিস্ট প্রকাশ করেনি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ছাত্র-ছাত্রীরাও তাদের মার্কশিট পায়নি। সে জায়গায় শুধুমাত্র ইন্টারনেটে প্রকাশিত নম্বরই হাতে পেয়েছে ছাত্র ছাত্রীরা। এখন দেখার বোর্ড প্রদত্ত মার্কশিট এর সঙ্গে ইন্টারনেটে প্রকাশিত ফলাফল সম্পূর্ণ মিলে নাকি কোথাও কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ এর কারণে নম্বরের বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

মাধ্যমিকের

● প্রথম পাতার পর

হার ছিল ৬৫.১৪ শতাংশ। তাঁর দাবি, এবছর সর্ব ক্ষেত্রে ছাত্রীরা ছাত্রদের পেছনে ফেলে দিয়েছে। তাঁর কথায়, তপশিলি জাতি শ্রেণীভুক্ত ৮০.৮১ শতাংশ এবং তপশিলি জনজাতি শ্রেণীভুক্ত ৭৫.৬২ শতাংশ পাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ছাত্রীদের পাশের হার এবং গ্রেড ছাত্রদের তুলনায় বেশি।

পর্ষদ সভাপতি এ-বিষয়ে বলেন, তপশিলি জাতি শ্রেণীভুক্ত ৩৯৪৭ জন ছাত্র পাশ করেছে পাশের হার ৭৮.৩৬ শতাংশ এবং ৪৫৮ জন গ্রেড পেয়েছে। সেই তুলনায় ওই শ্রেণীভুক্ত ৪১৪১ জন ছাত্রী পাশ করেছে। পাশের হার ৮৩.০৪ শতাংশ এবং ৬২৮ জন গ্রেড পেয়েছে। তেমনি তপশিলি জনজাতি ছাত্র ৫২১২ জন পাশ করেছে। পাশের হার ৭৫.০৫ শতাংশ। ২১১ জন গ্রেড পেয়েছে। সেই তুলনায় ওই শ্রেণীভুক্ত ৬২১৬ জন ছাত্রী পাশ করেছে। পাশের হার ৭৬.০৯ শতাংশ এবং ২৭৮ জন গ্রেড পেয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, গত ৫ বছর ধরে টানা পরীক্ষাগুলিতে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের থেকে অনেক বেশি হচ্ছে।

এদিন তিনি বলেন, মাধ্যমিকে টিটিএএডিসি ভুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে পাশের হার ৭৬.৬৪ শতাংশ, যা গত বছর ছিল ৫৮.৫৩ শতাংশ। এছাড়া মাধ্যমিকে গোমতি জেলায় সর্বোচ্চ ৮৮.৮৪ শতাংশ পাশের হার রয়েছে। সর্বনিম্ন পাশের হার হয়েছে ধলাই জেলায় ৭৩.৩৭ শতাংশ। তিনি বলেন, মাধ্যমিকে ১০০ শতাংশ পাশ এমন স্কুলের সংখ্যা ৪২৬। গত বছর ওই সংখ্যা ছিল ৮০টি। সাথে তিনি যোগ করেন, এবছর মাধ্যমিকে ১২ জন দিব্যাঙ্গন ছাত্রছাত্রী নাম নথিভুক্ত করেছে। তবে, সংশোধনাগার থেকে মাধ্যমিকে কেউ নাম নথিভুক্ত করেনি।

পর্ষদ সভাপতির বক্তব্য, ফলাফলে অসন্তুষ্ট পরীক্ষার্থী ইচ্ছে করলে লিখিত পরীক্ষা দিতে পারবে। তাতে কোন অতিরিক্ত ফি দিতে হবে না। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর ওই পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিন্তু, ওই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, এই পরীক্ষায় যারা কম্পার্টমেন্টাল পাবে তারাও সেই পরীক্ষা দিতে পারবে।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

আচমকাই উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

করোনা পরিস্থিতিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ মূলত বেমানান। পুলিশ অবরোধকারীদের সাথে দফায় দফায় আলোচনা করে অবরোধ প্রত্যাহার করার আহ্বান জানায় প্রশাসন। অথচ তাদের দাবিতে অনড় থাকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে রেখে পেছন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের অঙ্গুলি হেলনে তেলিয়ামুড়া শহরে শনিবার এক বিশাল নাটক মঞ্চস্থ হল দুপুর দুইটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ জনাকয়েক ছাত্র-ছাত্রীদের আটক করে তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্র তথা টাউন হলে নিয়ে আটক করে রাখে। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও করোনা পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এ ধরনের নোংরা রাজনীতি অনেকেই ভালো চোখে দেখছেন না।

স্বামী

● প্রথম পাতার পর

সময় স্বামী স্বপন মুন্ডা স্ত্রীর গলা টিপে ধরে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রাইমতির মৃত্যু হয়। রাত অনুমান বারোটা নাগাদ স্বামী স্বপন মুন্ডা গৃহবধূর আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খরব দেয় তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। মরাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক গৃহবধূকে মৃত ঘোষণা দেন। গৃহবধূর গলায় দাগ রয়েছে।

বিশেষটি জানাজানি হতেই কমলপুর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গভীর রাতে কার্তিকগ্রাম গ্রামে গিয়ে গৃহবধূর স্বামী স্বপন মুন্ডাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। এই গৃহবধূর হত্যার ঘটনায় মরাছড়া, কার্তিক গ্রাম গ্রাম সহ কমলপুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।পারিবারিক কলহের জেরে পরিকল্পিত ভাবে গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে তার স্বামী হত্যা করেছে বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

তাঁরা বারবার অনুপ্রাণিত করে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আসানসোলের সাংসদ বলেছেন, তাই তাঁদের কাছে যাওয়ার ধৃষ্ঠতা আর তাঁর নেই। তাই ফেসবুকেই নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন সদ্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

২০১৪, ২০১৯ পরপর দুবার আসানসোল থেকে বিরাট ব্যবধানে জিতে বিজেপি সাংসদ হন বাবুল সুপ্রিয়। দু"বারই প্রতিমন্ত্রীও হন। কিন্তু পূর্ণ মন্ত্রিত্ব পাওয়া হয়নি তাঁর। এবার তো মন্ত্রিত্বের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ফেসবুকে তা নিয়ে উষ্মাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তার পর থেকেই তাঁকে ঘিরে বাংলার রাজনীতিতে জল্পনা চলছিল। এদিন সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিজেপি ছাড়লেন তিনি। তবে মন্ত্রিত্ব ছাড়া নিয়েই শুধু নয়, একাধিক বিষয় নিয়ে দলের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য প্রকাশ্যে আসছিল। এদিনের ফেসবুকে পোস্টে সেই সমস্ত ঘটনাকর কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

কের পূজা

● প্রথম পাতার পর

অত্যন্ত নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই পূজা করা হয়। সে কারণেই কেয়ার পূজার চৌহদ্দি বেঁধে দেওয়া হয়। কের পূজা চলাকালীন সময়ে নির্ধারিত স্থান গুলির মধ্যে কোন সন্তান সম্ভবা মা কিংবা মুমূর্ষ রোগীকে থাকতে দেওয়া হয়না। ক্যাপ শুরু হওয়ার আগেই তাদেরকে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এই প্রথা রাজা মল থেকে চলে এসেছে। এখনো কেয়ার পূজার সেই ঐতিহ্য বজায় রয়েছে।কের পূজাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা হয়।

২৪ ঘন্টা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.০৩ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৪.৮৭ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় কোন মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৫২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখল করেছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১২৬ জন, দক্ষিণ জেলায় ৩০ জন, গোমতি জেলায় ৩৯ জন, ধলাই জেলায় ২৪ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১৭ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২০ জন, ঊনকোটি জেলায় ৩৫ জন এবং খোয়াই জেলায় ১১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

অভিষেক

● প্রথম পাতার পর

নিশ্চিত যে ২০২৩ সালের নির্বাচনে টিএমসি সরকার গঠন করবে। সোমবার, টিএমসির সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে আসবেন এবং আগরতলার এমবিবি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে যাবেন যেখানে তিনি পূজা করবেন এবং উদয়পুরে একটি সংবাদ সম্মেলন করবেন। পরে তিনি একই দিনে যাওয়ার আগে আগরতলায় একটি সভা করবেন।জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চার্টার্ড বিমানে এখানে আসবেন। ওইদিন ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটিও গঠন করা হতে পারে। তারপর তিনি ফিরে যাবেন। তবে এখনই কোন বড় ধরনের কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে।

খেলাধুলা

সোনার দৌড় শেষ, সেমিফাইনালে হার পিভি সিন্ধুর

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : পি ভি সিন্ধুর গতি রোধ করলেন তাই জু-ইং। বিশ্বের এক নম্বর ব্যাডমিন্টন তারকার কাছে হেরে গেলেন সিন্ধু। টোকিয়ো অলিম্পিক্সের সেমিফাইনালেই শেষ সিন্ধুর সোনা জয়ের স্বপ্ন। লড়তে হবে ব্রোঞ্জের জন্য। বছর পাঁচ আগে রিও অলিম্পিকের মঞ্চে নোজোমি ওকুহারাকে হারিয়ে সোনা জিতেছিলেন পিভি সিন্ধু। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে পৌঁছে গিয়েছিলেন ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে। কিন্তু টোকিওয় শেষ চারের এই গণ্ডিটা পার করতে দিলেন না চিনা তাইপেইয়ের তাই জু ইন। আর সেই সঙ্গেই শেষ হল সোনা জয়ের স্বপ্ন।

সিন্ধুর কাছে তাই জু বরাবরই শক্ত গাঁট। মোট ১৮ বারের সাক্ষাতে ১৩বারই জিতেছেন তাইপেইয়ের তারকা। তাঁর খেলার টেকনিক, আত্মবিশ্বাস, দম- সবই প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তা সত্ত্বেও অবশ্য বিশ্বের এক নম্বরের সঙ্গে শুরুটা দুর্দান্তই করেছিলেন। সিন্ধু গর্জন দিয়েই প্রথমে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাই জু'কে একবার ধরাশায়ীও করেন। তবে খেলায় ফিরতে খুব বেশি সময় নেননি তিনি। দুর্দান্ত স্কিলের ফাঁদে ফেলেই সিন্ধুকে ধন্দে ফেলে দিলেন তিনি। স্ট্রেট গেমে ম্যাচ শেষ হলেও রিও অলিম্পিকে রুপোজয়ী ভারতীয়কে হারাতে বেশ পরিশ্রম করতে হয় তাই জুকে। ম্যাচের ফল তাঁর পক্ষে ২১-১৮, ২১-১২।

ভারতকে হারিয়ে কেরিয়ারে স্বপ্নপূরণ ৩৩ বছরেই অবসর শ্রীলঙ্কার ইশুরু উদানার

কলম্বো, ৩১ জুলাই (হি.স.) : ভারতের বিরুদ্ধে স্বপ্নের সিরিজ জয়ের পরেই অবসর নিয়ে ফেললেন শ্রীলঙ্কার জাতীয় দলের তারকা ইশুরু উদানা। শনিবার বড়সড় ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন তিনি অবসর নিচ্ছেন।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে উদানা জানিয়ে দিয়েছেন, "আমার মনে হয়েছে নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য এটাই সেরা সময়। গর্বের সঙ্গে, প্যাশনের সঙ্গে জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছি সবসময়ে। দেশের হয়ে খেলতে নেমে সবসময়েই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।"

শ্রীলঙ্কার যে দল ভারতকে টি-২০ সিরিজকে হারাল, সেই স্কোয়াডেরই অংশ ছিলেন ইশুরু উদানা। তিনটে ম্যাচের মধ্যে একাদশে ছিলেন দুটো ম্যাচে। তবে একটাও উইকেট পাননি। নিজের সংক্ষিপ্ত আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে শ্রীলঙ্কার হয়ে ২১টি একদিনের এবং ৩৫টি টি-২০ ম্যাচে খেলেছেন তিনি। দুই ফরম্যাটে তাঁর রানসংখ্যা যথাক্রমে ২৩৭ এবং ২৫৬। সেরা স্কোর যথাক্রমে ৭৮ এবং ৮৪।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলবেন তিনি। আসন্ন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলতে দেখা যাবে তাঁকে। পরিবারকে অতিরিক্ত সময় দেওয়ার উদ্দেশ্যেই শেষ পর্যন্ত ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন।

মাত্র ৩৩ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোয় কিছুটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট মহল। গত কয়েক বছর ধরেই কেরিয়ারের সেরা ফর্মে ছিলেন। চোট আঘাত থেকেও দূরে ছিলেন। জাতীয় দলের জার্সিতে সীমিত ওভারের ফরম্যাটে নিয়মিত সদস্য ছিলেন তারকা। শুধু ইন্ডিয়াই নয়, জুনে দেশের হয়ে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও খেলে এসেছেন।

চিনের লি কিয়াংয়ের কাছে হেরে কোয়ার্টারেই থেমে গেলেন পূজা রানি

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.) : শেষ রক্ষা হল না। চিনের লি কিয়াংয়ের কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে ০-৫ পয়েন্টে হেরে গেলেন ভারতের মহিলা বক্সার পূজা রানি। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কার্যত একপেশে লড়াইয়ে হারলেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে পদকের আশা করেছিল গোটা দেশ। তবে এবারের মতো সেই আশা ভেঙে গেল।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং এশীয় চ্যাম্পিয়ন লি-র বিরুদ্ধে এমনিতেই কঠিন ছিল পূজার লড়াই। তবে শনিবার তাঁকে দেখে স্পষ্ট মনে হয়েছে আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল। প্রথম থেকেই লি-কে বড্ড বেশি খেলার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি। প্রতিপক্ষকে এক বারের জন্যেও সমস্যায় ফেলতে পারেননি পূজা। লি-কে শুরু থেকেই অপ্রতিরোধ্য মনে হচ্ছিল। অবলীলায় পূজার মুখ এবং শরীর লক্ষ্য করে পাঞ্চ করেছেন। তার কোনও জবাব ছিল না পূজার কাছে। দুটি রাউন্ডের বিরতিতে পূজার উদ্দেশে বার বার তাঁর কোচ বলছিলেন লক্ষ্য স্থির রাখতে। কিন্তু শেষমেশ তাতে লাভ হল না। পদকজয়ের এক ধাপ দূরে থেমে যেতে হল পূজাকে। ভারতের ঘরেও আর একটি পদক আসার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেল।

মহিলাদের হকিতে কোয়ার্টার ফাইনালে রানি রামপালরা

টোকিও, ৩১ জুলাই (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেল ভারতের মহিলা হকি দল। ভারতের মহিলা হকির ইতিহাসে প্রথম বার। শনিবার গ্রেট ব্রিটেন ২-০ গোলে হারিয়ে দেয় আয়ারল্যান্ডকে। এই ফলাফলের সৌজন্যেই পরের পর্বে উঠে গেলেন বন্দনা কাটারিয়ারা। আগামী সোমবার তাদের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া।

শনিবার সকালের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়েছিল ভারতের মহিলা হকি দল। সেই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন বন্দনা। তবে জিতলেও তাঁদের তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেন-আয়ারল্যান্ড ম্যাচের দিকে। ওই ম্যাচে আয়ারল্যান্ড জিতলে ভারতের পরের পর্বে যাওয়া আটকে যেত। কিন্তু সেটা হয়নি।

অলিম্পিক্সে মোট তিন বার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারতের মহিলা হকি দল। ১৯৮০-তে প্রথম অলিম্পিক্সে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিল তারা। গত বছর রিয়ো অলিম্পিক্সে ১২টি দলের মধ্যে তারা সবার শেষে শেষ করে। এবার আরও উন্নতি হল। শোয়ার্ড মারিনের দল উঠে গেল কোয়ার্টার ফাইনালে।

এ বারের অলিম্পিক্সের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের কাছে ৫-১ ব্যবধানে পর্যুদস্ত হয়েছিল ভারত। পরের দুই ম্যাচে জার্মানি এবং গ্রেট ব্রিটেনের কাছেও হারে। শেষ দুই ম্যাচে তারা হারায় আয়ারল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে।

মেজাজ হারিয়ে র‍্যাকেট ভাঙলেন জোকোভিচ

আগের দিন গোল্ডেন স্ল্যামের স্বপ্ন শেষ হওয়ায় হতাশায় নুয়ে পড়েছিলেন নোভাক জোকোভিচ। ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়েও হেরে বসায় মেজাজ আর ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। একটি র‍্যাকেট ছুড়ে ফেলার পর আরেকটি ভেঙেই ফেললেন সার্বিয়ান তারকা।

সেমি-ফাইনালে জার্মানির আলেক্সান্ডার জেভেরেভের বিপক্ষে দাপুটে শুরুর পর খেই হারিয়ে ১-৬, ৬-৩, ৬-১ গেমে হেরে বসেন জোকোভিচ। ম্যাচের পর প্রতিপক্ষকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি আত্মসমালোচনা করেন তিনি। বলেন, ক্রমেই তার পারফরম্যান্স খারাপের দিকে গেছে, যা মোটেও কাম্য নয়। এরপর শনিবার এককের ব্রোঞ্জ পদকের আশায় খেলতে নেমে শুরুর সেট হেরে বসেন জোকোভিচ। দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ালেও হতাশা পিছু ফেলতে পারেননি র‍্যাঙ্কিংয়ের সেরা তারকা। তাকে ৬-৪, ৬-৭, ৬-৩ গেমে হারিয়ে তৃতীয় হন এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের ১১ নম্বর স্পেনের পাবলো কারেনো বুস্তা।

দ্বিতীয় সেটে হারের মুখ থেকে একটি ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে লড়াইটিকে তৃতীয় সেটে নেন জোকোভিচ। কিন্তু তৃতীয় সেটের শুরুর দিকে একটি ব্রেক পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়েও না পেয়ে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন তিনি। দর্শকশূন্য ফাঁকা স্ট্যান্ডে একটি র‍্যাকেট ছুড়ে মারার পর আরেকটি ভেঙে ফেলেন।

টোকিও সফর এতটা হতাশাময় হবে, কল্পনাতেও বুঝি ভাবেননি জোকোভিচ। বছরের প্রথম তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের সবকটি (অস্ট্রেলিয়ান ওপেন, ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডন) জিতে পা রেখেছিলেন অলিম্পকে; গোল্ডেন স্ল্যাম জয়ের স্বপ্নে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে।

৩৩ বছরের রেকর্ড ভেঙে দ্রুততম মানবী টম্পসন

অলিম্পিকের তিন আসরে ১০০ মিটারের মুকুট জয়ের স্বপ্ন পূরণ হলো না জ্যামাইকার শেলি-অ্যান ফ্রেজার-প্রাইসের। 'বিশাল অর্জনের' স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। তাকে পেছনে ফেলে টোকিও অলিম্পিকসে দ্রুততম মানবীর মুকুট পরেছেন তারই স্বদেশি এলেইন টম্পসন।

টোকিওর অলিম্পিক স্টেডিয়ামে শনিবার অলিম্পিকসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্টের একটি মেয়েদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ১০ দশমিক ৬১ সেকেন্ড সময় নিয়ে মুকুট ধরে রাখলেন টম্পসন। ভাঙলেন অলিম্পিকসের ৩৩ বছরের পুরান রেকর্ড। ১৯৮৮ সালের সিউল অলিম্পিকে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ-জয়নার ১০ দশমিক ৬২ সেকেন্ড টাইমিং নিয়ে এতদিন অলিম্পিকসের রেকর্ড টাইমিংয়ের মালিক ছিলেন। টম্পসনের টাইমিং মেয়েদের ১০০ মিটারের ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা। ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানাপোলিসে অলিম্পিক ট্রায়ালে ১০ দশমিক ৪৯ সেকেন্ড নিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন গ্রিফিত। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের এই সাবেক তারকার চেয়ে মাত্র দশমিক ১২ সেকেন্ড বেশি সময় নিয়ে টোকিওতে দৌড় শেষ করেছেন ২৯ বছর বয়সী টম্পসন।

২০১৬ সালের রিও দে জেনেইরো অলিম্পিকে সোনা জয়ের পরের সময়টা খুব একটা ভালো যায়নি টম্পসনের। চোটে ভুগেছেন। ট্র্যাকেও প্রত্যাশিত আলো ছড়াতে না পারায় শুনেছেন বাঁকা মন্তব্য। টোকিওতে বাজিমাতের পর জানালেন, সমালোচনাই ছিল তার কাছে অনুপ্রেরণা। "চোটের সঙ্গে আমাকে লড়তে হয়েছে। বাজে কথা শুনেছি। আমার কাছে মনোযোগ ধরে রাখা, ছন্দ ধরে রাখা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সব ক্ষতি, হারকে আমি মেনে নিয়েছি এবং সেগুলোকে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজে লাগিয়েছি। ১০ দশমিক ৭৪ সেকেন্ড টাইমিং করে রুপা পেয়েছেন বেইজিং ও লন্ডন অলিম্পিকসে দ্রুততম মানবীর মুকুট জেতা ফ্রেজার-প্রাইস। টোকিওতে পা রেখেই আগের সাফল্যকে তিনি 'বড় প্রাপ্তি' বলেছিলেন। চেয়েছিলেন 'বিশাল অর্জন'-এর সাফল্যে ভাসতে। ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকস ও ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকসে মেয়েদের ১০০ মিটারে সেরা হওয়া ফ্রেজার-প্রাইস পরের আসরে সাফল্য ধরে রাখতে পারেননি। ২০১৬ সালের রিও দে জেনেইরোর আসরে পেয়েছিলেন রুপা। টোকিওতে ১০০ মিটারে সেরা হতে পারলে অলিম্পিকের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ইতিহাসে প্রথম নারী হিসেবে ব্যক্তিগত কোনো একইভেন্টে তিনটি সোনা জয়ের কীর্তি গড়তেন ফ্রেজার-প্রাইস। ওই রেকর্ডেকেই পাখির চোখ করেছিলেন তিনি, কিন্তু হলো না। ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে ৯টি সোনা জয়ী এই অ্যাথলেট জানালেন টোকিওর ব্যর্থতা তাকে কাঁদাবে।

"এই মুহূর্তের আবহটা পাগলাটে ধরনের। আমার আবেগ লাগাম ছাড়া। আমি নিশ্চিত, আমি বাড়ি ফিরব এবং ফিরে কাঁদব। অনেকবারই আমি এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি। আজ রাতে যেটা করতে পেরেছি, সেটা নিয়ে আমি আসলেই শিহরিত।" "আমি রোমাঞ্চিত; কেননা, একজন মা এবং চতুর্থ অলিম্পিকস খেলতে আসা অ্যাথলেট হিসেবে পদকের বেদিতে উঠতে পারা দারুণ সম্মানের ব্যাপার। আশা করি, পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন, মায়েরা, অ্যাথলেটরা, মহিলারা, তারা বুঝবেন, আমরা আরও অনেক কিছু অর্জন করতে পারি।"

পরাজিত দক্ষিণ আফ্রিকা, হকিতে ৪-৩ ব্যবধানে জয় ভারতের মহিলা দলের

টোকিও, ৩১ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে দিল ভারত। হকি পুল এ ম্যাচে ৪-৩ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল ভারতের মহিলা দল। বেঁচে রইল কোয়ার্টার ফাইনালের আশা। শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলতে নামে মেয়েদের হকি দল। মরণ-বাঁচান ম্যাচের পর জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ভারত। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে হলে এই ম্যাচে জিততেই হত তাঁদের।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে ভারত। প্রথম কোয়ার্টারের শেষ মুহূর্তে গোল শোধ করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফল ছিল ১-১। এরপর ২-১ গোলে এগিয়ে যায় ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কোয়ার্টার শুরু হতেই গোল করে ভারত। কিন্তু, দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষে গোল শোধ করে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয় কোয়ার্টারের খেলায় ৩-২ গোলে এগিয়ে থাকেন রানি রামপালরা। ফের গোল খায় ভারত। খেলার ফল ছিল ৩-৩। শেষমেশ দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে দিল ভারত।

ব্যবধান ৬-৪, অলিম্পিক থেকে বিদায় তিরন্দাজ অতনু দাসের

টোকিও, ৩১ জুলাই (হি.স.): প্রি কোয়ার্টার ফাইনালেই শেষ তিরন্দাজ অতনু দাসের স্বপ্ন। এ বারের অলিম্পিক থেকে বিদায় নিলেন তিনি। জাপানের তাকাহারু ফুরুকাওয়ার কাছে ৬-৪ ব্যবধানে হার মানলেন অতনু। জিতলেই কোয়ার্টার ফাইনালে চলে যেতেন অতনু। গত ম্যাচে কোরিয়ার ওহ জিনকে হারিয়ে দিয়েছেন তিনি। শনিবার তাঁর সামনে ছিলেন জাপানের তাকাহারু ফুরুকাওয়া।

প্রথম সেটে হেরে যান অতনু। ২৫-২৭ ব্যবধানে হারেন তিনি। ২৮-২৮ ফলে ড্র হয় দ্বিতীয় সেট। তৃতীয় সেট জিতে নেন অতনু। খেলার ফল ছিল ২৮-২৭। ড্র হয়ে যায় চতুর্থ সেট। শেষ সেটে জিতলেই কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ ছিল অতনুর। কিন্তু, অলিম্পিক থেকে বিদায় নিতে হল অতনুকে। জাপানের তাকাহারু ফুরুকাওয়ার কাছে ৬-৪ ব্যবধানে হার মানলেন অতনু।

ডসকাস থ্রোয়ের ফাইনালে কমলপ্রীত, ছিটকে গেলেন সীমা

টোকিও, ৩১ জুলাই (হি.স.): ডিসকাস থ্রোয়ের ফাইনালে উঠলেন কমলপ্রীত কৌর। ৬৪ মিটার দূরে ডিসকাস ছুড়লেন তিনি। সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করলেন ফাইনালে। তবে ছিটকে গেলেন সীমা পুনিয়া। একই খেলায় দুই ভারতীয় কন্যার দুই ভিন্ন ফলাফল। একদিকে সীমা পুনিয়া হতাশ করলেন, অন্যদিকে তেমনই তরুণ কমলপ্রীত কৌর তাক লাগিয়ে দিয়ে ডিসকাস থ্রোয়ের ফাইনালে নিজের জায়গা পাকা করে নিলেন।

শুধু যে ফাইনালের জন্য কমলপ্রীত জায়গা পাকা করলেই তাই নয়, করলেন দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে। গ্রুপ-বিতে থাকা কমলপ্রীত নিজের দ্বিতীয় থ্রোয়ে একটুর জন্য (৬৩.৯৭ মিটার) যোগ্যতা অর্জন হাতছাড়া করলেও শেষ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ৬৪ মিটারের মার্ক স্পর্শ করেন তিনি। নিজের প্রতিটি সুযোগেই ৬০ মিটারের উর্ধ্বে থ্রো করতে সক্ষম হন ২৫ বছর বয়সী পঞ্জাবের কন্যা। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন কমলপ্রীত। অপরদিকে, গ্রুপ-এতে থাকা সীমা পুনিয়া ১৬ নম্বরে শেষ করায় ফাইনালে নিজের জায়গা পাকা করতে পারেননি তিনি। সীমা সর্বাধিক ৬০.৫৭ মিটার থ্রো করেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

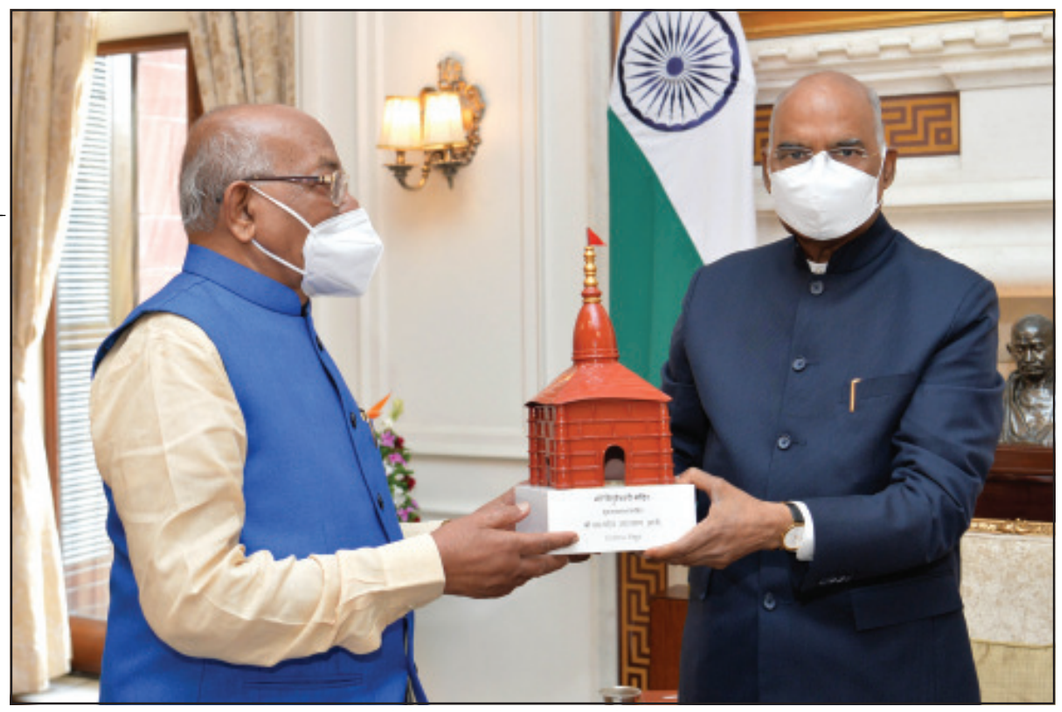

রাজ্যপাল সত্যদেও নরেইল আর্য্য নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেছেন।

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে কমলপুরে দুই পরিবারের সংঘর্ষে আহত পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে ধলাই জেলার কমলপুরের শিববাড়ি ভিলেজে রক্তারক্তি কান্ড সংঘটিত হয়েছে। হামলায় মহিলাসহ গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। জায়গা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিবাদে রক্তাক্ত হল একই পরিবারের দুই মহিলা সহ পাঁচজন। এই ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ কমলপুর থানার শিববাড়ী এডিসি ভিলেজের সন্তোষীয়া গ্রামে। আহতরা হলেন, চন্দন মারার(২৯), অঞ্জলী কৈরী(২৩), বিশ্ব রাম মারার(৩০), গীর্জা মারার(৪০), ও কেউলী মারার(৩৬)। আহতরা সকলেই কমলপুর বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আহতদের সবাই একই পরিবারের সদস্য।

কমলপুরের প্রত্যন্ত শিববাড়ি এডিসি ভিলেজের সন্তোষীয়া গ্রামে বিশ্ব রাম মারার বিগত ২৫/৩০ বছর যাবত বাড়ির পাশে আধা কানি ধানের জমিতে চাষাবাদ করে আসছিল। শনিবার তাদের বিভিন্ন জমি হাল চাষ করে আমন ধান রোপন করার প্রস্তুতি নেয়। এই জমি তাদের দখলে। আহতদের অভিযোগ, বেলা বারোটা নাগাদ সন্তোষীয়া গ্রামের শ্যামরাজ মারার,মদন মারার,কমল মারার, সুভদ্রা মারার, প্রতাপ মারার ও উমা চরন মালি কোদাল, দা,ও কাঁচি নিয়ে জমিতে চাষ করতে বাঁধা দেয়। শুরু হয় উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা। একটা সময় উত্তেজিত হয়ে শ্যামরাজ মারারের নেতৃত্বে সবাই জমি চাষকারিদের উপর আক্রমন চালায়। এর ফলে দুই মহিলা সহ পাঁচ ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়।

তাদের মাথায় ও হাতে কোদাল ও দা''য়ের আঘাত রয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আহতরা কমলপুর থানায় আক্রমনকারী ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

টিকাকরণ কেন্দ্র ঘুরে দেখলেন পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১শে জুলাই।। আজ উদয়পুর মহকুমার ৩০ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রাধীন পশ্চিম খুপিলং উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সহ

জলেমা, কুপিলং, পূর্ব কুপিলং, বগাবাসা,পূর্ব ধাজনগর, সাতারিয়া এলাকায় চলা করোনার বিশেষ টিকাকরন শিবির সরেজমিনে পরিদর্শন করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, সাথে ছিলেন। এদিন ৩০ বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রাধীন বিভিন্ন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলি পরিদর্শনকালে করোনা টিকা নিতে আসা জনগনকে উৎসাহ প্রদান করেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় বলেন , প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যে লক্ষ্যে রাজ্যকে ১০০ শতাংশ করোনা টিকা করন করার লক্ষ্যে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্য পৌঁছে যাবে। তবে এখনো কিছু উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা রয়েছে যেখানে জনগণকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে একটা সুবিধাবাদী গোষ্ঠী। সেইসব এলাকাগুলিতে বিশেষ ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প এর মাধ্যমে সকলকে ভ্যাকসিন নিতে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে সরকারের তরফে। পরিদর্শনকালে মন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নীরু মোহন জমাতিয়া, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়।

জিবি হাসপাতালে চোরের দৌরাত্ম্য পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে চুরি ছিনতাই এর ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। হাসপাতালে চিকিতা করাতে আসা রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। জিবি হাসপাতাল চত্বরে প্রতারক চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে অনেকেই টাকাপয়সা মোবাইলফোনসহ মূল্যবান সামগ্রী হারাচ্ছেন। শনিবার এ ধরনের একই ঘটনা ঘটেছে হাসপাতাল চত্বরে।

জানা যায় এক যুবক হাসপাতালে রোগী দেখতে আসা এক মহিলার কাছে তার মোবাইল ফোনটি চায় অপর একজনের সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য। সহজ-সরল ওই মহিলা যুবকের হাতে ফোন দিলে সে ফোন নিয়ে পালিয়ে যায়।ফোন করার নাম করে মন্দিরা দাস নামে এক মহিলার কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে চম্পট দেওয়ার ঘটনায় মুহূর্তেই জিবি হাসপাতাল চত্বরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। জানা যায় প্রতারিত মহিলার বাড়ি খয়েরপুর এলাকায়। মন্দিরা দাস নামে ওই মহিলা তার আত্মীয়কে নিয়ে আসে জিবি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। এমন সময় হঠাৎ করে এক যুবক ওই মহিলার কাছ থেকে ফোন করার নাম করে মোবাইল নেয়। কিন্তু কথা বলার ছলে ওই যুবক মোবাইলটি নিয়ে হাসপাতাল চত্বর থেকে পালিয়ে যায়।

জানা যায় মোবাইলটির মূল্য ১৫হাজার টাকা।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জিবি হাসপাতাল এর নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেন ওই মহিলা।সেখানে কর্মরত ছিল বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী, পুলিশ কর্মী এবং টিএসআর বাহিনীর অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ওই মহিলা। জিবি হাসপাতাল চত্বর থেকে প্রায়ই এ ধরণের চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে চলেছে। পরপর এসব ঘটনা নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের টিকির নাগালও পাচ্ছে না। এসব ঘটনা ঘিরে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

কৃষি আইন : রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ অকালি সহ ৪টি দল, তৃণমূল ও কংগ্রেসের নিন্দা

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই (হি.স.): তিনটি কৃষি আইনের প্রতিবাদে লাগাতার প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে শিরোমণি অকালি দল। সংসদের ভিতরে ও বাইরে কৃষি আইন বাতিলের দাবি জানাচ্ছে শিরোমণি অকালি দল। এবার কৃষি আইন নিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের দ্বারস্থ হল শিরোমণি অকালি দল। এই ইস্যুতে অকালি দল পাশে পেয়েছেন বহুজন সমাজ পার্টি, এনসিপি ও জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স দলকে। শনিবার দুপুরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন চারটি দলের প্রতিনিধিরা।

বহুজন সমাজ পার্টি, এনসিপি ও জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্সকে পাশে পেলেও, কংগ্রেস, তৃণমূল ও ডিএমকে-কে পাশে পেল না অকালি দল। তাই এই দলগুলির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হরসিমরত বলেছেন, 'আমি কংগ্রেস, তৃণমূল ও ডিএমকে নেতাদের কাছে গিয়ে একসঙ্গে এই বিষয়টি (কৃষি আইন) উত্থাপন করার কথা বলেছি। কিন্তু, দুঃখের বিষয় কেউ উদ্যোগ দেখায়নি। বিরোধীরা যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হবে, ততক্ষণ সরকার সুবিধা পেতেই থাকবে।'

মেয়ের মৃতদেহ নিয়ে বসে থাকলেন অসহায় বৃদ্ধ মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩১ জুলাই।। যখন কেউ থাক না সন্তানের পাশে হোক সে জীবিত হোক বা সেই মৃত। বিকেল থেকে নেট মৃতদেহ নিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হলেও পাড়াপড়শিরা মৃতদেহ সৎকারের জন্য এগিয়ে আসেনি কেউ। ফলে বাধ্য হয়ে জন্মদাত্রী মা মেয়ের পাশে অবিরল কান্নায় মোমবাতি নিয়ে বসে রয়েছে। কেউ হয়তো আসবে কেউ হয়তো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস যেখানে হার মানায় সেই বৃদ্ধ মায়ের ভাগ্যে জোটে ছিল আজ সেই ভাগ্যের চরম ব্যথার এক একটি সময়। ভাগ্যের কাছে হার মানে সেই বৃদ্ধ মা।

বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি কালে গ্রামাঞ্চলে মৃত্যু হলে এমনটাই স্বাভাবিক। বয়স ৪০। বিয়ে হয়নি সেই মৃত্যুতে ঢেলে যাওয়া রিনা দাস। বাড়ি তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে তুইচিন্দ্রাই কলোনিতে। পারিবারিক দারিদ্রতার কারণে বিয়ে হয়নি সেই রিনা দাসের। সেলাই কাজ করে বৃদ্ধ মা বাবার মুখে খাবার যোগাতো সেই রিনা দাস। আজ বিকেল পাঁচটায় অসুস্থতার কারণে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন সংসারের সব মায়া-মমতা ছেড়ে। পাঁচটায় মৃত্যু হলেও ঘরের মধ্যে পরে থাকে তার নিথর দেহ। পাড়াপড়শির কেউই এগিয়ে আসেনি মৃতদেহ সৎকারের জন্য। বিকেল পাঁচটায় তার মৃত্যু হলেও রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ কয়েকজন মিলে বাধ্য হয়ে শ্মশান ঘাটে শেষকৃত্য কাজ করার জন্য নিয়ে যায়। কারণ পাড়া-পড়শীরা কেউই শ্মশান যাত্রী চাইনি। করুণা টেস্ট না করা পর্যন্ত মৃতদেহের পাশে কেউ এমন কি বাড়ির সামনে ও যায়নি। তেলিয়ামুড়া ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানিও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

তেলিয়ামুড়া ব্লক প্রশাসন তরফে পঞ্চায়েত সেক্রেটারি কে জানিও ফোন যোগের মাধ্যমে উনি উনার দায়িত্ব খালাস করে দেন। সেই বৃদ্ধ মা চেয়ে ছিলেন করুণা টেস্ট হোক। এম্বুলেন্সে বার বার ফোন করা হলেও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা মৃতদের জন্য নয় জীবিতরাই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা পাবে। সেই সময় সেই রিনা দাস এর মার চোখে শুধু অশ্রুধারা বয়ে গেছে। তবে রিনা দাস এর মত যেন তেলিয়ামুড়া বুকে আর এই চিত্র পরিলক্ষিত না হয়।

কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু সিধাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। সদর উত্তরের সিধাইয়ের বিজয়নগরের নব নগর পাড়ায় কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। শ্রমিকের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মোহনপুর বিজয়নগর গ্রামের নবনগর পাড়ার বাসিন্দা পলাশ সরকার নামে এক শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যুতে স্তব্দ গোটা এলাকা জানা যায় , গতকাল শুক্রবারদিন পলাশ সরকার মধ্য বিজয়নগরের দেবু সূত্রধরের জমিতে কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

সেখানেই নাকি জমিতে বিকেলের দিকে জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিল পলাশ।তার নাক-মুখ নিচের দিকে থাকার ফলে শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং সে মারা যায়।সে সময় তার পাশেই জমির মালিক দেবু সূত্রধরও ছিল।কিন্তু মালিক দেবু সূত্রধর এগিয়ে আসেনি।মৃত পলাশ সরকারের ভাই ও প্রতিবেশীরা জানায় জমির মালিক দেবু সূত্রধর যদি সাথে সাথে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করত তাহলে সে বেঁচে যেত।তাকে পড়ে থাকতে দেখে জমির মালিক দেবু সূত্রধর কোন কিছু না করে চলে যায় থানাতে পুলিশের কাছে।

এখানেই মৃত পরিবার এবং গ্রামবাসীদের সন্দেহ দানা বাঁধে।মৃত পলাশ সূত্রধরের স্ত্রী ও একটি ছোট বাচ্চা রয়েছে।দেহটিকে মোহনপুর হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহ শনিবার আনা হয় নবনগর পাড়ায়।মর্মান্তিক এই মৃত্যুতে গোটা পাড়া ও গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শ্রমিকের মৃত্যুতে পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে। পরিবারে সে ছিল একমাত্র উপার্জন শীল ব্যক্তি। পুলিশ এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনতা মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নাশকতার আগুনে পুড়ল সরকারী অফিসের ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩১ জুলাই।। আবারো গভীর রাতে নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি সরকারী দপ্তরের অফিস। ঘটনা উদয় পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত জামজুড়ি গাঁও পঞ্চায়েতের রাজধরনগর দিঘি সংলগ্ন মৎস দপ্তরের মাছ বিক্রি কেন্দ্রের কাউন্টারে। এই মাছ বিক্রি কাউন্টার শুধু মাত্র বিভিন্ন সময়ে মাছ বিক্রির সময়েই খোলা হয় - অন্য সময় বন্ধ থাকে। গতকাল গভীর রাতে নির্জন এই মৎস দপ্তরের মাছ বিক্রির কাউন্টারে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয়, এতে মাছ বিক্রির কাউন্টারের থাকা আসবাবপত্র সহ অনেক কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কৌতূহল দেখা দেয় স্থানীয় জনগণের মধ্যে কে কি উদ্দেশ্যে এই আগুন লাগিয়েছেন সে বিষয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে স্থানীয় জনগন তথা সংশ্লিষ্ট মহল থেকে।

বিদ্যুতের দাবীতে কলসীতে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩১ জুলাই।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসী আনন্দ পাড়ায় বিদ্যুৎতের দাবীতে পথ অবরোধ করলো এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসী এডিসি ভিলেজের আনন্দ পাড়ায় বিগত ৫ দিন যাবৎ বিদ্যুৎ পরিষেবা বিছিন্ন হয়ে রয়েছে। যারফলে এলাকাবাসীরা বিদ্যুতের পাশাপাশি পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চীত হয়েআছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকার কারনে বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীরা অনলাইন ক্লাস করতে পারছেনা এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। এইবিষয়ে এলাকাবাসী বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানালে উনারা জানান এলাকায় অনেক পরিমানে বিদ্যুতের বিল বকেয়া রয়েছে। বিল পরিযোধ করলে উনারা বিদ্যুতের সংযোগ ঠিক করেদেবেন বলে জানান। বিদ্যুত না পেয়ে অবশেষে কলসী এলাকায় পথ অবরোধে বসে এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীর দাবী বিদ্যুৎ পরিষেবা না পেলে সকলে মিলে জাতীয় সড়ক অবরোধে বসবে। দীর্ঘ ২ ঘন্টা অবরোধ চলার পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী, আরক্ষা দপ্তরের কর্মী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। সকলে একত্রিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে আগামীকাল বিদ্যুতের নতুন ট্রান্সফরমার লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অপরদিকে এলাকাবাসীকে সঠিকসময়ে বিদ্যুত বিল পরিযোধের পরামর্শ দেওয়াহয়। উপয় পক্ষের আলোচনার পর পথ অবরোধমুক্ত করলো এলাকাবাসী। অপরদিকে বিদ্যুতের সমস্যা প্রতিনিয়ত দেখাদিচ্ছে শান্তির বাজার পৌর এলাকায়। পৌর পরিষদের মহামুনি এলাকায় ও সুর পাড়া এলাকায় প্রতিনিয়ত বিদ্যুতের সমস্যা লেগেরেয়েছে। সামান্য বাতাস হলে ও কয়েকফেঁটা বৃষ্টীহলে এই সকল জায়গায় দীর্ঘসময়ের জন্য বিদ্যুৎ চলেযায়। এখন দেখার বিষয় বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে চালু রাখতে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

আমবাসায় বিক্ষরোপন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ জুলাই।। ধলাই জেলার আমবাসার যোহর নগরে বনদপ্তর এর আমবাসা ডিভিশন এর উদ্যোগে শনিবার এক বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার ধলাই জেলার জহর নগর এলাকায় আমবাসা ফরেস্ট ডিভিশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটি উৎসর্গ করা হয় কোভিড ১৯ এ মৃত ব্যক্তিদের স্মৃতির ও প্রিয়জনদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। স্মৃতিবন নাম দেয়া হয় এই বৃক্ষরোপণ এর স্থানটিকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা ডি এফ ও অমিত দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিগণ। এদিন কোভিড এ মৃত দশজনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বৃক্ষরোপণ করা হয়।পাশাপাশি আরো ৬০ টি গাছ লাগানো হয় অন্যান্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বনকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। বনদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ভবিষ্যতেও তাদের এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। শুধু বনদপ্তরের কর্মীরাই নয় বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসেন সেজন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে। বৃক্ষরোপনের মধ্যদিয়েই পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার পথ প্রশস্ত করা সম্ভব বলেও তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে অথিতিবৃন্দ বৃক্ষরোপণ এর পাশাপাশি বৃক্ষ গুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

গরুর গাড়ি পিষে মারল এক ব্যক্তিকে, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ ও উত্তেজনা মতিনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩১ জুলাই।। সোনামুড়া থানা ধিন মতিনগর বাজারে গরু গাড়ি পিষে মারলো নিরিহ রাবার শ্রমিক সুনীল দাস নামে এক ব্যাক্তি কে।গঠনার বিবরনে জানা যায় সুনীল দাস ৪৫ বয়স সে পেশায় একজন রাবার শ্রমিক।গতকাল রাত আট ঘটিকা ত্রিশ মিনিটের সময় মতিনগর বাজারে সোনামুড়া বক্সনগর রাস্তা পাড়া পাড়ের সময় আচমকা ভুলেরো গরু গাড়ি খালি করে বক্সনগর হইতে সোনামুড়া খুব দ্রুতগতিতে যাওয়ার পথে ই সজোড়ে ধাক্কা মারে সুনীল দাস কে। ঘাতক গাড়ি র ধাক্কা সুনীল দাস পাকা রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে রক্তমাখা অবস্থায় তাকে মতিনগর হাসপাতালে ভর্তি করা নো হয়।

চিকিৎসক পরি ক্ষা নিরিক্ষা করে দেখে সুনীল দাস মৃত উ ক্ত মর্মান্তিক গঠনার খবর সোনামুড়া থানা কে জানানো হয়ে ছে। সোনামুড়া থানার পুলিশ গঠনা স্থ লে প্রায় এক ঘন্টা পড়ে এসে পৌঁছনোর পর জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে ছে।পু লিশ আসার আগেই বক্সনগর সোনামুড়া পথ অবরোধ করে আমজনতা বিক্ষোভ পর্দশনকরে বসেন। সোনামুড়া থানার পুলিশের আধিকারিক তথা নন্দন দাসের সহিত উত্তেজিত জনতা বাক বিতনডা শুরু হয়। মতিনগর হাসপাতাল চত্বরে পুলিশ সুনীল দাসের দূর্গঠনার তদন্ত করতে ভিতরে প্রবেশ করলেই আমজনতা মূল গেইটে তালা জুলিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বি ক্ষোভ শুরু হয়। পুলিশ ও জনতার মধ্যে শুরু হয় হুমকি ওধমকী পরিস্থিতিটা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাচ্ছে এই অবস্থা সামাল দিতে পুলিশ মৃদু লাটি চার্চ এবং কাদানো টিয়ার গ্যাস ছাড়তে বাধ্য হয়।

সুনীল দাসের মৃত্যুর খবরাখবর গোটা এলাকায় প্রচার হতেই জনমনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।এ দিকে পুলিশের মহকুমা আধিকারিক বনোজ বিপ্লব দাস মতিনগরে পরিবেশ পরিস্থিতি সংবাদ শুনে বিশাল পুলিশ এবং টিএস আর বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন উত্তেজিত জনতার কথাগুলো গুরুত্ব সহকারে শুনেন এবং মৃত্যুর সঠিক তদন্ত করবে সঙ্গে কোন ভুলেরো গরুর গাড়ি পিশে মারলো সুনীল দাসকে তা ওখুজে বের করবে। তার পর রাস্তা অবরোধ তুলে নেয়। সোনামুড়া হাসপাতালে র মর্গে লাস পোষমেটাম করার জন্য রাখা হয়েছে।পুলিশের কারনেই গরু গাড়িচালকেরা উৎপাত বৃদ্ধির কারন।

শনিবারবিজেপি খোয়াই জেলা কমিটি এবং মন্ডল পদাধিকারী তথা অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় বৈঠক করেন দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণ। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী সহ জেলা তথা মন্ডলের অন্যান্য পদাধিকারীরা। বৈঠকে খোয়াই জেলার সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আলোচনা করেন বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।